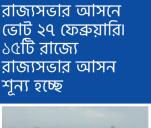
#### রাজ্যসভার ভোট

দেশের ৫৬ আসন-সহ বাংলার ৫টি





আজ ফের বষ্টি হতে পারে । কমবে তাপমাত্রা। কলকাতা-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা

আজ বৃষ্টি?

দুই বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, বীরভূমে৷ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে পাহাডেও

e-paper:www.epaper.jagobangla.in 😝 / Digital Jago Bangla 🖸 / jagobangladigital 💟 / jago\_bangla 🥷 www.jagobangla.in

মেডিক্যাল নিয়োগ মামলা সুপ্রিম 🚗 কোর্টের বেঞ্চ নিজেদের হাতে নিল 🎎 বন্দি করে পুড়িয়ে দিল দুষ্কৃতীরা



যোগীর রাজ্যে শিক্ষককে ঘর



বর্ষ - ১৯, সংখ্যা ২৫৯ ● ৩০ জানুয়ারি, ২০২৪ ● ১৫ মাঘ ১৪৩০ ● মঙ্গলবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 19, Issue - 259 ● JAGO BANGLA ● TUESDAY ● 30 JANUARY, 2024 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

### নয়া ৪ করিডর 🛮 রাজবংশী স্কুল অধিগ্রহণ 🗷 একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন-শিলান্যাস

# খ্যমন্ত্রার

১ ফব্রুয়ারির মধ্যে বকেয়া মেটাক কেন্দ্ৰ

# নইলে ২ ফেব্ৰুয়ারি থেকে বসব ধরনায়



 কোচবিহারের সভায় আক্রমণাত্মক মুখ্যমন্ত্রী।

প্রতিবেদন : বাংলার বকেয়া আদায়ে এবার বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দিলেন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা দলনেত্ৰী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।ডেড লাইন ১ ফব্রুয়ারী। এর মধ্যে বাংলার ন্যায্য পাওনা না দিলে ২ তারিখ থেকেই কলকাতায় আম্বেদকর মূর্তির সামনে ধরনায় বসবেন নেত্রী। সোমবার উত্তর সফরের প্রথম দিনেই হুশিয়ারি দিয়ে রাখলেন তিনি। এদিন কোচবিহারের সভায় নেত্রী বলেন, সাত দিন সময় দিয়েছি। বাংলার টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে। মানুষ ঘর পাবেন না, নিজের পরিশ্রমের টাকা পাবেন না, আর তোমরা অট্টালিকায় থাকবে এটা হবে না। এটা বরদাস্ত করা হবে না। টাকা না পেলে যা করার করা হবে। ১০০ দিনের বকেয়া টাকা না দিলে ২ তারিখ থেকে আমি নিজে ধরনায় বসব।

জানা গিয়েছে ধরনা মঞ্চের পাশেই একটি জায়গা করা হবে যেখানে প্রশাসনিক কাজ করবেন মুখ্যমন্ত্রী। দরজা চলাকালীন প্রয়োজনীয় ফাইলে বৈঠক করবেন বৈঠক করবেন সেখানেই। বাংলার ন্যায্য পাওনার দাবিতে আন্দোলন চললেও যাতে সরকারি কাজকর্ম ব্যাহত না হয় সে কারণেই এই বন্দোবস্ত করা হবে। লোকসভা নির্বাচনের আগে নিশ্চিতভাবে ফের একবার বাংলার বুকে বিজেপির বিরুদ্ধে আন্দোলনের ঝড় তুলতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্র সময়ের মধ্যে টাকা না দিলে তিনি ১০০ দিনের বঞ্চিতদের নিয়ে আলাদা করে বৈঠক করবেন। রাজ্যের সাড়ে ১১ লক্ষ আবাস যোজনার বঞ্চিত প্রাপকদের নিয়েও বৈঠক করবেন। (এরপর ৬ পাতায়)

🛮 দিদিকে কৃতজ্ঞতা। কোচবিহারে পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার।

## বিএসএফ কার্ড দিলে নেবেন না

প্রতিবেদন: বিএসএফ নিয়ে বাংলার মানুষকে সাবধান করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাবধানবাণী, বিএসএফ পরিচয় পত্র দিলে নেবেন না। নিলেই বিপদ। সোমবার কোচবিহারে রাসমেলা ময়দানে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান থেকে সতর্ক করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, সীমান্ত অঞ্চলে আলাদা করে পরিচয়পত্র দিচ্ছে বিএসএফ। ভূলেও বিএসএফের দেওয়া সেই পরিচয়পত্র নেবেন না। তাহলে এনআরসির আওতায় পড়ে যাবেন।

বিএসএফের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শীতলকুচি ভূলে যাননি তো, চারটে ছেলেকে বিএসএফ মেরে দিয়েছিল। যখন-তখন যাকে-তাকে গুলি করে মেরে দেয় বিএসএফ। গ্রামেগঞ্জে বিএসএফ অত্যাচার করলে সঙ্গে সঙ্গে এফআইআর করুন। একদম ভয় পাবেন না। বিপদে পড়লে আমি আছি। আমি বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করব আপনাদের জন্য। তাঁর কথায়, ভয় দেখিয়ে ভোট করতে চায় বিজেপি। এজেন্সি দেখিয়ে ভয় দেখায়। আর বলে, আমাদের সাথে যদি না আসিস, তোর বাডিতে ইডি পাঠিয়ে দেব।

এদিন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর আগাম জামিন পাওয়া নিয়েও উত্মা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। (এরপর ৬ পাতায়)

#### দিনের কবিতা

াগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন রজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দোপাধাযেব একেকদিন এক-একটি কবিতা নিবাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।



জানি না কোন অপরাধে শুধ গালাগালি মোরে বাঁধে। সাধারণের হয়ে কথা বলার বলো বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ করে চলো।। হৃদয় কাঁদে, যদি মানুষ কাঁদে, মানুষের শত্রুরা তাই বাদ সাধে। নীরবে-নিঃশব্দে সহ্য করতে দিও

লড়ার জন্য তব শক্তি দিও।। আজ আছি মোরা কাল থাকবো না তবে কি মানুষের কথা ভাববো না? যে জন দিবসে ভয়েতে মরেছে জন্মভূমি তার মৃত্যু হয়েছে।। গাহি তাহাদের জন্য গান-তান যাদের জন্য এ পৃথিবী হয়েছে মহান যাদের রক্তে সব কিছু পেলাম সে মাটি কেন হবে গোলাম।।

মা-মাটি ও মানুষের শুভেচ্ছা পেতে হলে চাই জীবন সদিচ্ছা ভালবাসা হলো জীবন তৃষ্ণা মানবিকতার নাম মানবকন্যা।।

# অধীরকে তুলোধোনা করে কংগ্রেসের দ্বিচারিতার মুখোশ খুললেন অভিষেক

মুখোশ খুলে দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে অধীরকে তুলোধোনা করে বুঝিয়ে দিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে লাগাতার কুৎসা বিজেপির হাত শক্ত করছে অধীর। আসন রফা নিয়ে তৃণমূল নেত্রী যে পরামর্শ দিয়েছিলেন তাও কংগ্রেস মানেনি। তাঁর কথায়, গত ৭ মাসে কংগ্রেসের কোনও নেতা তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে কথা বলতে এসেছে



রয়েছেন অশোক দেব, দিলীপ মণ্ডল, যোগরঞ্জন হালদার প্রমুখ।

একটি বৈঠকে আমার যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ইডি আমাকে সমন পাঠানোয় আমি যেতে পারিনি। পাটনায় ইন্ডিয়া জোটের প্রথম বৈঠক থেকেই নেত্রী আসন গ্রহণের কথা বলে এসেছেন। বেঙ্গালুরুর বৈঠকে নাম প্রস্তাবও তিনিই করেছিলেন। এরপর মুম্বই-সহ যেখানে যে'কটা বৈঠক হয়েছে আমরা গিয়েছি কথা বলেছি কিন্তু কংগ্রেসের আসনরফা নিয়ে কোনও রকম কোনও আগ্রহ দেখিনি। (এরপর ৬ পাতায়)

■ আরও ছবি ও কপি ৬ পাতায়

■ আরও ছবি-কপি ৩ ও ৫ পাতায়







30 January, 2024 • Tuesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

ত্যবিখ ত্য

#### অভিধান

১৯৪৮ মহাত্মা গান্ধী নিহত হলেন নাথুরাম



গডসের হাতে। ১৯৪৭ সালের ৯ সেপ্টেম্বর সাম্প্রদায়িক উত্তাল পরিস্থিতিতেই কলকাতা থেকে দিল্লি পৌঁছলেন প্রায় ৭৯ বছরের বৃদ্ধ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। এই বয়সেও টানা তিনদিন অনশন করে কলকাতাকে তিনি দাঙ্গার আগুন থেকে

বাঁচিয়েছেন। শেষ অবধি হিন্দু মহাসভা, মুসলিম লিগ ও শিখ নেতারা সকলে এসে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আর কোনও দিন এরকম ঘটবে না। ১৪ জানুয়ারি, মকরসংক্রান্তি। প্রবল শীতে দিল্লিতে ফের অনশনে বসলেন মহাত্মা। অনশন প্রত্যাহারের পর ঠিক ছিল ৮/৯ ফেব্রুয়ারি তিনি পাকিস্তান যাবেন। দু'দেশের গরিব মানুষকেই বাঁচাতে হবে। কিন্তু মাস না ফুরোতেই ৩০ জানুয়ারি নাথুরাম গডসের বুলেট শেষ করে দিল তাঁকে।



২৯ জানুয়ারি কলকাতায়

সোনা-রুপোর বাজার দর

হলমার্ক গহনা সোনা ৬০৪৫০

<mark>সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস</mark> অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। <mark>দর টাকায়</mark> (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

৮৪.৩১

გა.8৮

১০৬.৭১

পাকা সোনা

গ্রহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),

ক্ৰপোব বাট

(প্রতি কেজি).

(প্রতি কেজি),

ইউরো

খচরো রুপো

(২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),

(২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),

১৬৪৯ রাজা চার্লসের শিরশ্ছেদের আদেশ এবং তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হল এদিন। রাজাকে বাঁচিয়ে রাখলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে না, এই মর্মে একটি বিল পাশ হয় ব্রিটিশ পার্লামেন্টে। তারই ফলস্বরূপ চার্লসের বিচার ও শিরশ্ছেদ। শিরশ্ছেদের ঠিক আগের মুহূর্তে অলিভার ক্রম্পুয়েলকে রাজার

অনুগামীরা চল্লিশ হাজার পাউল্ড উৎকোচ দিতে চেয়েছিল, যাতে রাজার শিরশ্ছেদ আদেশটি স্থগিত হয়। কিন্তু অলিভার ক্রমওয়েল সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, আজ যদি আমি ঘুষ নিয়ে এই দুষ্কর্মটি করি, তবে ইতিহাস আমাকে ক্ষমা করবে না।



১৯০৩ লর্ড কার্জনের প্রচেষ্টায় আজকের দিনে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি ও ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিকে সংযুক্ত করে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হয়। সংযুক্ত লাইব্রেরিটি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি নামেই পরিচিত হয়। এই সময় প্রস্থাগারটি উঠে আসে আলিপুরের বেলভেডিয়ার রোডস্থ মেটকাফ হলের বর্তমান ঠিকানায়। এটিই আজকের ন্যাশনাল লাইব্রেরি বা জাতীয় প্রস্থাগার।

৬৩২৫০

৬৩৫৫০

93600

92200

৮২ ৮৯

৮৯.২৮

১০৫.১৩

২০০৬ সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
(১৯৩৩-২০০৬) এদিন শেষনিঃশ্বাস
ত্যাগ করেন। ১৯৫২-তে উৎপল দত্তের
লিটল থিয়েটার গ্রুপে অভিনয় জীবন
শুরু। উৎপল দত্তের ঘনিষ্ঠ সহযোগী
ছিলেন। তিনি পিপল্স থিয়েটার
গ্রুপের 'কল্লোল', 'অঙ্গার', 'নীচের
মহল', 'মহাবিদ্রোহ' এবং 'তিতুমীর'-

সহ ১৫০টি নাটকে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেন।

১৯১৬ নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৭৫) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কথাশিল্পী। বহু গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'চেনামহল', 'সূর্যসাক্ষী', 'ছাত্রী', 'বিলম্বিত লয়' ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য ছোট গল্পের মধ্যে রয়েছে 'চোর', 'রস', 'একটি প্রেমের গল্প',

'সংসার', 'পালঙ্ক', 'শ্বেতময়ূর' ইত্যাদি। সিনেমা থিয়েটারে তাঁর বহু বই নাট্যরূপে বা চলচ্চিত্রায়িত হয়ে অভিনীত হয়েছে। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে পরম মমতায় চরিত্র ফুটিয়ে তোলার অসাধারণ



১৮৮২ ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট (১৮৮২-১৯৪৫) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩২তম রাষ্ট্রপতি। তিনি চারবার ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত ১২ বছর ক্ষমতায় ছিলেন। রাষ্ট্রসংঘ তৈরির ক্ষেত্রেও তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। বিংশ শতান্দীর মধ্যভাগে পৃথিবী যখন

অর্থনৈতিক মন্দা ও যুদ্ধের কবলে পড়ে বিধ্বস্ত এমন একটা সময়ে তিনি পৃথিবীর কেন্দ্রীয় এক চরিত্রে পরিণত হন।

২০০০ আইভোরি কোস্টের উপকূলে আটলান্টিক মহাসাগরে কেনিয়া এয়ারওয়েজের ফ্লাইট ৪৩১ ভেঙে পড়ে। ফলে ১৬৯ জনের মৃত্যু হয়। ১০ জন যাত্রী প্রাণে বেঁচে যান। বিমানটিতে অধিকাংশ ক্রু ও যাত্রী নাইজেরীয় ছিলেন। মৃতদের মধ্যে ৮ ভারতীয় ছিলেন।



# নজরকাড়া ইনস্টা





■ দিশা পাটনি



■ আলিয়া ভাট, সঙ্গে রণবীর কাপুর

#### পাটির কর্মসূচি



'অভিযেকের দূত' হিসেবে বালি কেন্দ্র যুব তৃণমূলের কর্মীরা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে পেন, পেনসিল, জ্যামিতি বক্স, পরীক্ষার বোর্ড-সহ বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দিলেন। ছিলেন হাওড়া জেলা (সদর) যুব তৃণমূলের সভাপতি কৈলাস মিশ্র, সহ সভাপতি পূর্ণেন্দু ঘোষ, বালি কেন্দ্র যুব তৃণমূলের সভাপতি সুরজিৎ চক্রবর্তী-সহ দলের আরও অনেকে।

তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি: আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি
 থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : editorial@jagobangla.in

#### শব্দবাংলা-৯১৮

۵	২		•		8
	Œ			છ	
٩					
				ъ	ه
٥٥		>>			
১২				20	

পাশাপাশি: ১. ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ৩. স্বদেশ, যে দেশে জন্ম হয়েছে ৫. তবলচি ৭. অধিকার, কর্তৃত্ব ৮. সজ্ঞানে ১০. পাপীদের ত্রাণকর্তা ১২. ভাগ্যলব্ধ ১৩. বড়ো শহর।

উপর-নিচ: ১. তরজমা ২. হস্তগত, আয়ত্ত ৩. বহু লোকের সমাবেশ ৪. মিথাবাদী ৬. অচেতন, অজ্ঞান ৯. তারপর ১০. মাসের প্রথম তারিখ ১১. পেয়াদা।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ৯১৭ : পাশাপাশি : ১. অনাচার ৩. পরব ৫. সৌর ৬. নম্বর ৮. লাট ১০. ভবন ১১. হজম ১৩. তাই ১৫. শায়ক ১৮. দান ১৯. সজাগ ২০. চুরমার। উপরনিচ : ১. অশ্বশালা ২. চালান ৩. পর ৪. বর ৫. সৌরভ ৭. জনতা ৯. টহল ১২. মশান ১৪. ইত্যাকার ১৬. কদর ১৭. খাস ১৮. দাগ।

#### সম্পাদক: সুখেন্দুশেখর রায়

 সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ভিরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও সরস্বতী প্রিন্ট ফ্যাক্টরি প্রাইভেট লিমিটেড ৭৮৯, চৌভাগা ওয়েস্ট, চায়না মন্দিরের কাছে,

কলকাতা ৭০০ ১০৫ থেকে মুদ্রিত।

সিটি অফিস: ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

#### **Editor: SUKHENDU SEKHAR RAY**

Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Saraswati Print Factory Pvt. Ltd. 789 Chowbhaga West, near China Mandir, Kolkata 700 105 Regd. No. WBBEN / 2004/14087

• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21 City Office: 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020







৩০ জানুয়ারি ২০২৪

মঙ্গলবার

30 January, 2024 • Tuesday • Page 3 ∥ Website - www.jagobangla.in

# উত্তরে মুখ্যমন্ত্রীর সভার কিছু বিশেষ মুহূর্ত































30 January, 2024 • Tuesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

#### जा(गादीशला — प्रा प्रांठि प्रानुखब शख्क प्रव्यान—

## কংগ্রেসের দ্বিচারিতা

দেশে বিজেপিকে সরাতে ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম উদ্যোক্তা তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু জোটকে কার্যকরীভাবে শক্তিশালী করতে তৃণমূল প্রথম থেকে যে প্রস্তাবগুলি দিয়ে এসেছে, কংগ্রেস তা শোনেনি। বরং তারা এমনভাবে চলেছে যাতে বিভিন্ন রাজ্যে জোটের পরিস্থিতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস ইন্ডিয়াতে ছিল এবং আছে। কিন্তু কংগ্রেস জোটসঙ্গীর সঙ্গেই দ্বিচারিতা করছে। ১, রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি যিনি লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতাও বটে, তিনি ধারাবাহিকভাবে তৃণমূলের নেতা-নেত্রীদের বিরুদ্ধে কুৎসা করে চলেছেন, এমনকী বিজেপির সুবিধা করে দিতে এ-রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির দাবিও করেছেন। দিল্লির কংগ্রেস নেতৃত্ব তাঁকে বিরত করেনি। ২, যেখানে বাংলায় তৃণমূল একাই বিজেপিকে হারিয়ে দিয়েছে, সেখানে রাহুল গান্ধী কর্মসূচিতে আসছেন, তাও প্রথম থেকেই তৃণমূল নেত্রীকে না জানিয়ে। ৩, যে সিপিএম বাংলায় জনগণের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত, যার সন্ত্রাস এবং অপশাসনের জন্য ৩৪ বছর শাসনের পরেও বিধানসভায় শূন্য, সেই সিপিএম নেতাদের রাহুলের কর্মসূচিতে ডেকে মাখামাখি করা হচ্ছে। এটা বাংলার মানুষের আবেগের প্রতি অসম্মান। প্রতি পদক্ষেপে ইন্ডিয়া জোটের স্বার্থবিরোধী কাজ করছে কংগ্রেস। তুণমূলের নেতারা কিন্তু একজনও কংগ্রেসের শীর্ষনেতৃত্বকে আক্রমণ করেননি। এখন ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টায় কিছ নাটক করছেন কংগ্রেসের নেতৃত্ব। কিন্তু তাঁরা মনে রাখন, ২০২১ সালেও তৃণমূল একা হারিয়েছে বিজেপিকে। অন্যদিকে, সিপিএম আর আইএসএফের সঙ্গে হাত মিলিয়েও শুন্য পেয়েছিল কংগ্রেস। সর্বশেষ ধুপগুড়ি উপনিবাচনেও তাদের জোটের ফলাফল মুমান্তিক, ভোট মাত্র ৫ শতাংশ। এই অভিজ্ঞতা থেকেও কি শিক্ষা নেননি কংগ্রেস নেতৃত্ব? নিজেদের প্রভাবের রাজ্যগুলিতে তাঁরা দুর্বল হচ্ছেন, ঘর সামলানোর বালাই নেই, যেখানে তৃণমূল একাই বিজেপিকে মোকাবিলা করছে, সেখানে তাঁদের নেতারা বিজেপির দালালি করে চলেছেন।



# e-mail চিঠি



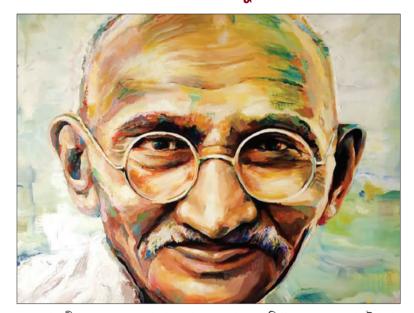
#### গান্ধীজি ভারতের আত্মা

নাথুরাম গডসের পিস্তল জানিয়ে গিয়েছে, কোনও অস্ত্র যাঁকে ছিন্ন করতে পারে না, গান্ধী ভারতের সেই আত্মা। ভারতের সামাজিক পরিসরের বুননে গান্ধীর উপস্থিতি অমোঘ, বিশেষত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রশ্নে। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা সকল ধর্মকে সমান গুরুত্ব প্রদানের কথা বলে, প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর নিজের ধর্ম মেনে চলার সম্পূর্ণ অধিকারের কথা বলে। এটাই গান্ধীর দর্শন। তিনি বলেছিলেন, এক জন হিন্দুকে মেনে নিতে হবে যে মুসলমানেরা বলবেন আল্লা ব্যতীত আর কোনও ঈশ্বর নাই; আবার, সেই মূর্তিপূজাবিরোধী মুসলমানকেও মানিতে হইবে যে হিন্দুরা মন্দিরে মূর্তির উপাসনা করবেন। সত্য আর অহিংসা, গান্ধীর কাছে এই দুটি শব্দই ছিল ধর্মের সার, তাঁর যাবতীয় বিশ্বাসের ভিত্তিপ্রস্তর। সত্য তাঁর কাছে নৈতিকতার রূপ। হিন্দুধর্মে আমূল বিশ্বাসী গান্ধী বলেছিলেন, ধর্মের যে প্রথা তাঁর কাছে যুক্তিগ্রাহ্য নয়, তিনি সেটা গ্রহণ করবেন না। যে রাম এক শুদ্রকে বেদপাঠের অপরাধে শাস্তি দিয়াছিলেন, পরম রামভক্ত গান্ধী সেই রামকে না মানার কথা প্রকাশ্যে জানাইয়াছিলেন। এই যক্তি নৈতিকতার। ধর্ম, বা ধর্মের নামে প্রচলিত আচারের অন্ধ অনুশীলনের নয়। ভারতের কাছে গান্ধীর দর্শন যতদিন বৈধ এবং প্রাসঙ্গিক, ততদিন অবধি বিজেপির রাজনীতি সম্পূর্ণ বৈধতা অর্জন করতে পারে না। ভারতীয় রাজনীতি, এবং ভারতীয় মনন থেকে গান্ধীকে মুছে দেওয়ার তিনটি বিকল্প পথ আছে— গান্ধীকে তাঁর যাবতীয় দর্শন, তাবৎ বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে কিছু প্রতীকে রূপান্তরিত করা; গান্ধীকে সম্মানের অযোগ্য প্রতিপন্ন করা; এবং, গান্ধীর হিন্দুধর্ম আর সঙ্গের হিন্দুত্বকে এক ও অভিন্ন হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা। গেরুয়া বাহিনী তিনটি পথেই হাঁটছে। স্বচ্ছ ভারত অভিযানে গাঁধীর চশমা ব্যবহার করে তাঁকে স্রেফ প্রতীকে পরিণত করার আয়োজন অনেক দিন ধরেই চলছিল। হিন্দুত্ববাদীদের পক্ষে গান্ধীকে আত্মসাৎ করবার কাজটি – অনিবাণ ধর, রথতলা, বেলঘরিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা অসম্ভব কঠিন।

> ■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন : editorial@jagobangla.in

# গান্ধী ও বাংলা

বাংলাকে কোনও দিনই মহাত্মা গান্ধী অবজ্ঞা করেননি। স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গে তিনি ২৬ দিন কাটিয়েছেন। মেতে ওঠেননি স্বাধীনতা উৎসবের আলোর রোশনাইয়ে। জন্মসূত্রে বাঙালি নন, এরকম কোনও স্বাধীনতা সংগ্রামীর ক্ষেত্রেও এরকম রেকর্ড নেই। আজ ৩০ জানুয়ারি, গান্ধীনিধন দিবসে সে-কথা মনে করিয়ে দিলেন **ড. মইনল হাসান** 



শ স্বাধীন হচ্ছে। ১৯৪৭। আলোর বন্যায় তিন্দে বাচ্ছে দিল্লি। সেখান থেকে বহুদূরে এক প্রায় অন্ধকার পোড়ো রাজবাড়িতে বিমর্ব হয়ে সময় কাটাচ্ছেন স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রধান পুরুষ মহাত্মা গান্ধী। বাংলার কলকাতায়। মুসলমান অধ্যুষিত বেলেঘাটায়। সারাদিন অনশনে আছেন। কারও সঙ্গে কথা বলছেন না। এক মনে প্রার্থনা করছেন শান্তি ও ঐক্যের।

বাংলায় নানা সময়ে গান্ধী এসেছেন, নেতাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। কংগ্রেসের অধিবেশন উদ্বোধন করেছেন। কলকাতা সংলগ্ন সোদপুরে গান্ধী আশ্রম গড়ে উঠেছে। যাকে গান্ধীর দ্বিতীয় বাড়ি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন তিনি নিজেই। নোয়াখালি বা কলকাতায় যখন দাঙ্গা হচ্ছে, আর্ত মানুষের পাশে থেকেছেন গান্ধী। নোয়াখালির ঘটনা আজও আমাদের শিহরিত। অনেকে নিষেধ করলেও তিনি নোয়াখালি গেলেন। ১৪৭টা গ্রামে গিয়েছিলেন। ৭ সপ্তাহ হেঁটে ছিলেন ১১৬ মাইল। তখন তাঁর বয়স ৭৭। শান্ত হয়েছিল নোয়াখালি। তাঁর কথায় ও কাজে কোনও ফারাক ছিল না। কলকাতা দাঙ্গার সময়েও অনশন করে তিনি মানুষের শুভবুদ্ধির উদ্যেষ ঘটাতে চেয়েছেন।

বাংলাতে গান্ধী কতখানি গ্রহণযোগ্য ছিলেন এটা নিয়ে আলোচনার অবকাশ আছে। গান্ধীর কর্মধারা বাঙালি কতখানি গ্রহণ করেছে সেটা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে। ভবিষ্যতেও হবে। গান্ধীর প্রতি বাঙালির আবেগ ছিল এবং আছে। কিন্তু পরিমাণে খানিকটা কম সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। কেন এটা হয়েছে সেটা ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে।

বাংলাতে স্বাধীনতা আন্দোলনের সশস্ত্র অভিযানটি ছিল খুবই ইতিবাচক ও উজ্জ্বল। দেশের যুবরা বিশ্বাস করতেন অনুরোধ উপরোধ করে স্বাধীনতা আসবে না। লড়াইয়েই আনতে হবে। অহিংসা সেখানে একেবারেই একটা ম্যাড়মেড়ে ব্যাপার। মা কালীর মূর্তির সামনে বুক চিরে রক্ত দিয়েছে বাঙালি যুবক। ক্ষুদিরামের মতো বাচ্চা ছেলে কোমরে পিস্তল নিয়ে সাহেব মারতে গিয়েছে। প্রফুল্ল চাকী শহিদ হয়েছে। সূর্য সেন, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ সাহেবদের অস্ত্রাগার লুগ্ঠন করে বাংলার প্রান্তে প্রান্তে তরুণ জীবনে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। মেয়েরাও ঝাঁপিয়ে পড়েছে এমন আন্দোলনে। তার সঙ্গে চরকা-কাটা আর অহিংসা মিলতে পারে না। বাংলার বেশির ভাগ মানুষ সেটাই তখন মনে করে। বাংলায় গান্ধীতত্ত্বের চর্চা তখন বাহুল্য। এ ছাড়াও এ রাজ্যে দীর্ঘদিনের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐতিহ্য। অগ্নিয়গের বিপ্লবী নায়করা যাঁরা কালাপানি গিয়ে দেশে ফিরে এসেছিলেন তাঁরা অনেকেই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। গান্ধীচর্চা তাদের কাছে সময় নম্ট হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। তা ছাড়া এ রাজ্যে দীর্ঘদিন কমিউনিস্ট শাসনের অধীন ছিল। তারা প্রকাশ্যে গান্ধীর অবমাননা না করলেও গান্ধীর তত্ত্বগুলির চর্চাতে উৎসাহ দেখায়নি।

বাংলায় নেতার অভাব নেই। ধর্মীয় বা রাজনীতি কোথাও কোনও সৃষ্কট হয়ন। খ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ আছেন। তাদের প্রভাব বাংলায় আপামর জনমানসের উপর গভীরভাবে পড়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে গান্ধীর দেখা হয়নি। কোনও আলোচনা হয়নি। তবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হয়েছে। বাংলার মানসে রবীন্দ্রনাথের ছায়া অকাশ বিস্তীর্ণ। গান্ধীর সকল মতামতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একমত ছিলেন না। যেমন চরকা-কাটা।

রবীন্দ্রনাথ একমত হননি। বিহারের বিশাল ভূমিকম্প সম্পর্কে গান্ধীর বক্তব্যের প্রতিবাদই করেছেন রবীন্দ্রনাথ। আবার জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের তাৎক্ষণিক মতামতকে অপরিণত বলেছেন গান্ধী। আবার গান্ধী রবীন্দ্রনাথকে বলেছেন গুরুদ্ধে। আর তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের মহাত্মা। শেষ পর্যন্ত বিশ্বভারতীর ট্রাস্টির সদস্য হতে চাননি গান্ধী। সম্পর্কটা কেমন ধারা রয়ে গিয়েছে।

দেশনায়ক সভাষচন্দ্র। বাঙালির চোখের মণি। বিলেত থেকে ফিরে প্রথম যিনি একগুচ্ছ প্রশ্ন নিয়ে গেলেন মণিভবন-গান্ধীর কাছে। সব উত্তর মনেঃপৃত হল না সূভাষের। গান্ধীর নির্দেশে এলেন চিত্তরঞ্জনের কাছে। কলকাতায়। মনের মানুষ খুঁজে পেলেন। পথচলা শুরু সূভাষের। গান্ধীর সঙ্গে মত বিরোধেরও সূচনা। শেষ পর্যন্ত গান্ধীর ইচ্ছায় সভাষ কংগ্রেসের সভাপতি হলেন। সূভাষের ভাষণেই দেশবাসী শুনল স্বাধীনতার পর দেশ কি পরিকল্পনায় চলবে। তাঁর ভাষণে গান্ধী বামপন্থীদের গন্ধ পেলেন। সুভাষকে নিজপুত্র বলে সম্মোধন করেও 'বখে যাওয়া ছেলে' বললেন। পরের বার আর সুভাষকে সভাপতি হতে পছন্দ করলেন না। সূভাষচন্দ্রও জেদ ধরলেন। গান্ধী পাল্টা প্রার্থী দিলেন। হেরে গেলেন। সুভাষ জয়ী হলেন। শেষপর্যন্ত সূভাষ কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হলেন এবং আলাদা দল করলেন। সুভাষ তখন বাঙালির চোখে 'হিরো'। গান্ধী হলেন খলনায়ক। আপামর বাঙালি বিশ্বাস করে নিল সূভাষের দুর্গতি এবং দেশত্যাগের জন্য গান্ধী দায়ী। এমন অবস্থায় গান্ধীভক্তি ও গান্ধীচর্চা বাংলায় কী করে বাড়তে পারে? বাড়েনি। সে কারণেই বাঙালির কাছে গান্ধীর কাছে সূভাষ বড নেতা। আজও।

১৯২৫ সাল। ৭ জুন। একটা লেখাতে গান্ধীজি বলছেন "I am not able to leave Bengal and Bengal will notlet me go." বোঝা যায় কথাগুলো হৃদয় থেকে উচ্চারণ করেছেন। ২১ বছর দক্ষিণ আফ্রিকায় কাটিয়ে, অনেক সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে দেশে ফিরলেন। ৩২ বছর কাটালেন ভারতে। বারবার তাঁর আহ্বানে দেশ তোলপাড় হয়েছে। মানুষ দলে দলে অসহযোগ আন্দোলন, পদযাত্রা, সত্যাগ্রহে যোগ দিয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের তিনি প্রধান মুখ। সারা দেশ চষে ফেলেছেন। গ্রামের পর গ্রাম পায়ে হেঁটে ঘুরেছেন। তিনি জানতেন দেশকে, দেশের মানুষকে জানতে হবে। তাহলে এই কষ্টকর কাজটি তাঁকে করতেই হবে। তিনি করেছেন। ৩২ বছরের ভারতে থাকার সময়ে তিনি মোট ৫৬৬ দিন বাংলায় থেকেছেন। তার মধ্যে স্বাধীন ভারতের পশ্চিমবাংলায় ২৬ দিন। বাংলায় জন্ম নয় এমন কোনও কংগ্রেস নেতা বা স্বাধীনতা সংগ্রামীর এমন রেকর্ড নেই। তাই বলছিলাম প্রথমের শব্দগুলি হৃদয় থেকেই

দেশ ভাগ হয়ে গেল। গান্ধীর কাছে এটা মর্মপীড়ার কারণ। আন্তে আন্তে নিজেকে সমস্ত কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিচ্ছিলেন। দিল্লির আলোকমালার মধ্যে না থেকে তিনি কলকাতাকে বেছে নিলেন ১৫ অগাস্ট থাকবেন বলে। নিপীড়িত আহত মানুষের পাশে থেকে অহিংসা ও সত্যের বাণী দিয়েছেন। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পর আজ বোঝা যাচ্ছে 'অহিংসা' সারা পৃথিবীতে মানব সমাজের কাছে কত প্রাসন্ধিক হয়ে উঠেছে। হিংসার পৃথিবীতে শান্তি আনয়নে সেটাই একমাত্র পত্র। গান্ধী যে কারণেই চিরদিন প্রাসন্ধিক থাকবেন।









# সিএএ বিজেপির রাজনৈতিক ছলনা তোপ মুখ্যমন্ত্রীর



🛮 খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে অরূপ বিশ্বাস।

প্রতিবেদন: লোকসভা ভোটের আগে সিএএ নিয়ে বিজেপিকে একহাত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কোচবিহারের সভা থেকে বিজেপিকে নিশানায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভোট আসতেই ফের ক্যা-ক্যা করছে। সিএএ নিয়ে লাফালাফি করলে হবে না। সবাই নাগরিক। নাহলে কেউ ভোট দিতে

লোকসভা নির্বাচনের আগে নাগরিকত্ব আইন নিয়ে রাজনীতির উত্তাপ চডছে। রাজ্যে বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা নির্বাচনের আগেই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন লাগু হবে বলে চিৎকার শুরু করেছেন। কেউ আবার সরাসরি সাত দিনের সময়সীমাও বেঁধে দিচ্ছেন। তারপরই সোমবার কোচবিহারের সভা থেকে সরব হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, সিএএ নিয়ে বিজেপির প্রচার আসলে ভোটের রাজনীতি। এনআরসি হবে না। রাজবংশীরা আপনাদের বলি, আপনারা সবাই নাগরিক। ক্যা-ফ্যা এসব যারা বলছেন, তারা আসলে ভোটের রাজনীতি করছেন। আপনাদের সবাইকে নাগরিক হিসেবে আমরা স্বীকৃতি দিয়েছি। সমস্ত উদ্বাস্ত কলোনিকে স্থায়ী ঠিকানা দিয়েছি আমরা। আপনারা রেশন পান, আপনারা স্কুলে যান, আপনারা কৃষক বন্ধু পান। এসব কি নাগরিক না হলে থোরাই পেতেন !আপনারা যদি নাগরিক না হতেন, তাহলে কি ভোট দিতে পারতেন? এ প্রশ্নও তোলেন মুখ্যমন্ত্রী।

#### উন্নয়ন-পরিষেবীয় ঢালাও কর্মযজ্ঞ



- পথশ্রী ১-এ ২৫ হাজার রাস্তা হয়েছে।
- পথশ্রী ২-এ ১২ হাজার রাস্তা হয়েছে।
- পথশ্রী ৩-এ আরও ১২ হাজার গ্রামীণ রাস্তা তৈরি হবে।
- রাজ্য জুড়ে বাংলার সহায়তা কেন্দ্র চলছে।
- কাস্ট সার্টিফিকেট নিয়ে সমস্যা হলে ১২ তারিখ থাকবেন আধিকারিকরা।

কোচবিহার

- কোচবিহারে ১৯৮টি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস হয়।
- সব মিলিয়ে প্রায় ৫০০ কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন হল।
- মাথাভাঙা ও শীতলকুচির রাস্তায় উন্নয়নে ২৯ কোটি টাকা বরাদ।
- গোপালপুরে কমিউনিটি হলের জন্য ১ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা বরাদ। ■ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, গ্রামীণ রাস্তা, কমিউনিটি হল, ক্ষুদ্র শিল্পে বরাদ।
- দিনহাটা গোসাঁইমারি রাস্তায় খরচ করা হচ্ছে ১৬ কোটি টাকা।
- মেখলিগঞ্জ চ্যাঙড়াবান্দা রাস্তার জন্য ২১ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে।
- অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জন্য ২ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে।
- প্রায় সাড়ে ১১ লক্ষ চাষিকে ১০২ কোটি টাকা ক্ষতিপুরণ।

# এতবড় সাহস! ওরা বলছে চোর! মিথ্যে অপবাদে জিভ খসে পডবে

প্রতিবেদন : মিথ্যে অপবাদ দিচ্ছে. একদিন ওদের জিভ খসে পডবে। সোমবার কোচবিহারের রাসমেলার মাঠের সভা মঞ্চ থেকে বিজেপিকে একহাত নিলেন মখ্যমন্ত্ৰী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্নীতি ইস্যুতে বিজেপি ও অন্যান্য বিরোধীদের কড়া দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি বলছে চোর চোর। বিজেপি রাস্তায় সাত-আটজনকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে এসব করছে। একদিন ওদের জিভ খসে পড়বে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন বলেন, আমাদের হাতের পাঁচটা আঙুল সমান নয়। কোনটা ছোট আবার কোনটা বড়। একশোভাগ লোকের মধ্যে একভাগ যদি খারাপ কাজ করে, তার দায় দল কিংবা সরকার নেবে না। তাই বলে আমি রাস্তা দিয়ে



■ কোচবিহারের সরকারি পরিষেবা প্রদান অনষ্ঠানে মখামন্ত্রী।

যাচ্ছি, আর বলছে চোর। এত বড় সাহস? ডাকাতেরও ডাকাত। ভারতবর্ষকে লুঠ করছে, লুঠ করছে वाःलाकि । गतिव मानुषक लुर्घ করছে ওরা। আমি কারও থেকে এক

পয়সার চা পর্যন্ত খাই না। এমনকী সার্কিট হাউসে থাকলে তার ভাড়াটাও দিয়ে দিই। আজ পর্যন্ত বেতনও নিই না। তারপরও লজ্জা করে না, ওসব কথা বলতে। মিথ্যা

আমি আপনাদের জন্য কাজ করছি, তাই এত জালা ওদের। বামেরা এতদিন কিছ করেনি। আগেরবার বিজেপি এখান থেকে জিতেছে, কী করেছে? কিছই এয়ারপোর্ট। আর বাবু প্লেনে চড়ে এসে বলছে, আমি করেছি। যখন রেল মন্ত্রী ছিলাম তখন কোচবিহারের নতন রেল সৌশন কে করেছিল? ময়নাগুড়ি কোচবিহারে লাইন কে করেছিল? চাংড়াবান্ধা, জলপাইগুডি স্টেশন কে করেছিল? এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে চলবে? এরা তো একটা ঘাস পুঁতেও

## রাজ্যে আরও ৪ ইকোনমিক করিডর, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

ইকোনমিক করিডর হবে। সোমবার কোচবিহারের সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান থেকে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, ডানকুনি-ডানকনি-হলদিয়া, ডানকুনি-রঘুনাথপুর করিডরের কাজ দ্রুত গতিতে হচ্ছে। উত্তরের জন্য পৃথক আর একটি করিডরের পরিকল্পনা করেছে তাঁর সরকার।

ডালখোলা থেকে কোচবিহার আরও একটি ইকোনমিক করিডর হবে। এই করিডরকে ঘিরে পুরো রাস্তা জুড়ে হবে শিল্প। বাড়বে কর্মসংস্থানের সুযোগ। বাংলার পর্যটনের অন্যতম ঠিকানা হয়ে উঠেছে উত্তরের জেলাগুলি। এবার শিল্পায়নেও জেলাগুলি তরতরিয়ে এগিয়ে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আরও হোমস্টে বানান, হোটেল বানান। এদিন সভা থেকে বাম-বিজেপিকে এক তিরে নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, আগে কেউ আসত না, তাকিয়েও দেখত না। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকে উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন হচ্ছে। স্কুল, কলেজ থেকে রাস্তা, পর্যটন, চা-বাগান-- প্রতিটি ক্ষেত্রেই উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে। এবার ডালখোলা-কোচবিহার ইকোনমিক করিডর জুড়ে শিল্প হবে। বিভিন্ন ভাবে রোজগারের সুযোগ বাড়বে। বেকার যুবক-যুবতীরা নিজেরাই নিজেদের অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা করতে পারবেন।

## রাজবংশী ভাষার ২১০টি স্কুলকে সরকারি স্বীকৃতি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : রাজবংশী ভাষার ২১০টি স্কুলকে সরকারি স্বীকতি দিলেন মখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার কোচবিহারে রাসমেলা ময়দানের সরকারি অনুষ্ঠান থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যেই প্রাথমিক স্তর থেকে রাজবংশী ভাষায় পড়ানোর স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এবার কোচবিহারের প্রশাসনিক সভা থেকে রাজবংশী ভাষার ২১০টি স্কুলকে রাজ্য সরকারি স্বীকৃতি দেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্ৰী বলেন, আজ আমি একটা বড় কাজ করলাম। রাজবংশী ভাষায় অনেকগুলি স্কুল ছিল। কোচবিহারে জলপাইগুডি. আলিপুরদুয়ার-সহ অন্য জেলাতেও রয়েছে। সেগুলি সরকারি বেতন পেত না। নিজেদের মতো করে তারা চালাত। প্রায় কোনও সরকারি সুযোগই তারা পেত না। আমি আজ এই অনুষ্ঠান থেকে ২১০টি রাজবংশী স্কুলকে সরকারি স্বীকৃতি দিয়ে গেলাম। এর ফলে স্কুলের শিক্ষকরা বেতন পাবেন এবং ছাত্রছাত্রীরা সব সুযোগ-সুবিধা পাবেন। এই কাজ কেউ করতে পারিনি, আমি করে দিয়ে গেলাম। দীর্ঘদিন এই দাবি ছিল। বামফ্রন্ট সরকার তা পুরণ করেনি। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানান রাজবংশী সম্প্রদায়ের নেতা বংশীবদন বর্মন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নারায়ণী ব্যাটেলিয়ন আপনারা চেয়েছিলেন। কেন্দ্র করেনি, আমি

#### উন্নয়ন-পরিষেবায় ঢালাও কর্মযজ্ঞ



- ২ জেলার চা-বাগান শ্রমিকের বনছায়া পাট্টা প্রদান
- চা-সন্দবী এক্সটেনশনেব আর্থিক সহাযতা প্রদান ৷ ■ ১২,০৭৭টি চা-বাগান পাট্টা এবং ২২,৫৭৯ জন চা-
- শ্রমিককে পাটা। ■ চা-শ্রমিক বসবাসকারী
- জলপাইগুডি ও ৩৩টি চা-বাগান থেকে উদ্বত্ত জমি অধিগ্রহণ।
- ১০,৫০২টি 'চা-সন্দরী এক্সটেনশন' প্রকল্পের সুবিধা প্রদান। আর্থিক মূল্য ১৬২.০২ কোটি টাকা।
- চা-শ্রমিকদের নিজস্ব গৃহ নির্মাণ ও সম্প্রসারণের জন্য আর্থিক সহায়তাদান।
- ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা সকল পাট্টা প্রাপক চা-শ্রমিক পরিবারকে।
- ১০০টি নতুন সাদরি ভাষার বিদ্যালয়ের সূচনা হবে। ■ অতিদ্রুত ৩০০ সাদরি ভাষার শিক্ষক-শিক্ষিকা হবে।

#### কোচবিহারে নতুন কর এখনই নয়

প্রতিবেদন: এখনই বাডছে না কোচবিহারে ভ্যালয়েশন ট্যাক্স। কোচবিহারে রাসমেলা ময়দান থেকে সোমবার বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১৫ সালের পরে কোচবিহারে ট্যাক্স বাড়েনি। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, আমার কাছে একটা আবেদন এসে পৌঁছেছে। যা নিয়ে আমি রবীন্দ্রনাথ ঘোষের সঙ্গে কথা বলেছি। ২০১৫ সালের পর কোচবিহারের ভ্যালুয়েশন বোর্ড নাকি কোনও ভ্যালুয়েশন বাড়ায়নি। তবে ইদানীং অনেকের বাড়িতে ভ্যালুয়েশন ট্যাক্স বৃদ্ধি সংক্রান্ত নোটিশ পাঠানো হচ্ছে। এর পরেই তিনি ঘোষণা করেন, আমি বলব আপাতত নোটিশ পাঠানো বন্ধ করে দিতে। কোনও ট্যাক্স এখন বাড়াবেন না। আমি কথা বলে নেব। মুখ্যমন্ত্রী এরপর সংযোজন করেন, আমি জানাচ্ছি এটা আপাতত বন্ধ থাকবে।











🔳 আমতলা। সোমবার। মানুষের ভালবাসার প্রত্যুত্তরে।

# ১০ বছরে ৫,৭৮০ কোটির কাজ করেছি আরও ১০ হাজার কোটির কাজ করব

সৌমেন মল্লিক • আমতলা



গত ১০ বছরে ডায়মন্ড হারবারে ৫,৭৮০ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। আগামী ১০ বছরে হবে ১০ হাজার কোটি টাকার কাজ। সোমবার আমতলায় এই ঘোষণা করলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন গত

১০ বছরে হিসেব করলে দেখা যাবে প্রতি এক ঘণ্টায় ৬ লক্ষ টাকার কাজ হয়েছে এক মাসে ৪৫ কোটি টাকার কাজ হয়েছে। ১ বছরে হয়েছে ৫৮০ কোটি টাকার কাজ।

এরপরই তার সগর্ব ঘোষণা, আগামী দিন ঘন্টায় ১০ লাখের কাজ হবে, প্রতি মাসে ১০০ কোটি টাকার কাজ হবে। আর প্রতি বছরে ১ হাজার কোটি টাকার কাজ হবে। অভিষেকের সংযোজন, দেশের কোনও সাংসদ এত টাকার কাজ করেছে দেখাতে পারবেন না। কোভিডের সময়ে ২১টা কমিউনিটি

কিচেন খুলে মানুষের পাশে থেকেছি আমরা। মানুষের ৫০ বছরের দাবি চরিয়াল খাল সংস্কার হয়েছে। উড়ালপুল হয়েছে। দেড় হাজার কোটি টাকার সবথেকে বড় জলপ্রকল্পের কাজ হচ্ছে আমার সংসদীয় এলাকায়। এছাড়া রাস্তার আলো-সহ প্রতিটি পঞ্চায়েত ধরে ব্লক ধরে ধরে আমরা কাজ করেছি। কারও মনে যদি কোনও সন্দেহ থাকে তার বাড়ির ঠিকানা, ফোন নাম্বার দেবেন আমি দশটা করে

> বই পাঠিয়ে দেব তাতে সব পেয়ে যাবেন। আমি তথ্য পরিসংখ্যান হাতে নিয়ে কথা বলি। সাফ কথা অভিষেকের। এদিন আমতায় নয়া অডিটোরিয়ামের উদ্বোধন করেন

তিনি। একই সঙ্গে এলাকার প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠক সারেন জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে। বুঝে নেন কোথায় কী সমস্যা রয়েছে কোথায় কতটুকু কাজ হয়েছে আরও কী বাকি রয়েছে কী করতে হবে। সেই অনুযায়ী এলাকা ধরে ধরে জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশ ও পরামর্শ দেন বেশ কিছ।

## ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে বকেয়া মেটাক কেন্দ্র

ডায়মন্ড হারবারে

অভিষেকের কর্মযজ্ঞ

#### (প্রথম পাতার পর)

#### ঢালাও কর্মযজ্ঞ

এদিন কোচবিহারের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পথশ্রীতে ১২ হাজার রাস্তা হয়েছে। আরও ১২ হাজার গ্রামীণ রাস্তা হবে পথশ্রীতে। রাজ্য জুড়ে বাংলার সহায়তা কেন্দ্র চলছে। কারও যদি কাস্ট সার্টিফিকেট নিয়ে সমস্যা হয়, তাহলে ১২ তারিখ পর্যন্ত স্টেশনে আধিকারিকরা থাকছেন। পঞ্চায়েত প্রধান, বিডিও থাকবেন। রাসমেলার মাঠে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, কোচবিহারে ১৯৮টি প্রকল্পের উদাধেন ও শিলান্যাস করা হল। সব মিলিয়ে প্রায় ৫০০ কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন হল। মাথাভাঙা আর শীতলকুচি এলাকার রাস্তায় উন্নয়নের জন্য ২৯ কোটি টাকা, গোপালপরে কমিউনিটি হলের জন্য ১ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার, গ্রামীণ রাস্তা, কমিউনিটি হল, ক্ষুদ্র শিল্প প্রকল্পে টাকা দেওয়া হয়েছে। দিনহাটা গোসাঁইমারি রাস্তা ১৬ কোটি টাকা খরচ করে করা হচ্ছে। মেখলিগঞ্জ চ্যাংড়াবান্দা রাস্তার জন্য ২১ কোটি টাকা বরান্দ করা হয়েছে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জন্য ২ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। অসময়ের বৃষ্টিতে চাষিদের ক্ষতি হয়েছে। প্রায় সাড়ে ১১ লক্ষ চাষিকে ১০২ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

#### ■ রাজবংশী স্কুল অধিগ্রহণ

রাজবংশী সম্প্রদায়ের বহুদিনের দাবি মেনে

রাজবংশী ভাষার ২১০টি স্কুলকে রাজ্য সরকারি স্বীকৃতি দান। ইতিমধ্যেই প্রাথমিক স্তর থেকে রাজবংশী ভাষায় পড়ানোর স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এদিন, কোচবিহারের প্রশাসনিক সভা থেকে রাজবংশী ভাষার ২১০টি স্কুলকে রাজ্য সরকারি স্বীকৃতি দেন মুখ্যমন্ত্ৰী।

#### নতন কর নয়

এখনই বাড়ছে না কোচবিহারে ভ্যালুয়েশন ট্যাক্স। সোমবার, কোচবিহারে রাসমেলা ময়দানের প্রশাসনিক সভা থেকে বড় ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১৫ সালের পর কোচবিহারের ভ্যালুয়েশন বোর্ড নাকি কোনও ভ্যালুয়েশন বাড়ায়নি। তবে ইদানীং অনেকের বাড়িতে ভ্যালুয়েশন ট্যাক্স বাড়ানো সংক্রান্ত নোটিশ পাঠানো হচ্ছে। আমি বলব আপাতত নোটিশটা বন্ধ করে দিতে।কোনও ট্যাক্স এখন বাড়াবেন না। আমি কথা বলে নেব।

#### রাজ্যে নয়া করিডর

এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যে অনেকগুলো ইকোনমিক করিডর তৈরি হবে। সেখানে অনেক ছেলেমেয়ের চাকরি হবে। ডালখোলা থেকে কোচবিহার একটা নতুন ইকোনমিক করিডোর হচ্ছে। এতে প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান হবে। শিল্পোন্নয়নে এবার ৪টি ইকোনমিক করিডর হবে। তিনি জানান, ডানকুনি-কল্যাণী, ডানকুনি-হলদিয়া, ডানকুনি-রঘুনাথপুর, ডালখোলা-কোচবিহার ইকোনমিক করিডর হবে। পুরো রাস্তা জুড়ে শিল্প

হবে। মখ্যমন্ত্রী বলেন, আরও হোমস্টে বানান, হোটেল বানান। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ডানকুনি-কল্যাণী, ডানকুনি-হলদিয়া, ডানকুনি-রঘুনাথপুর, ডালখোলা-কোচবিহার ইকোনমিক করিডর জুড়ে শিল্প হবে। হোটেল, হোমস্টে— বিভিন্নভাবে রোজগারের ব্যবস্থা করতে পারবেন স্থানীয়রা।

#### ■ স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে বার্তা

মুখ্যমন্ত্রী বলেন সেল্ফ হেল্প গ্রুপকে আমরা সাহায্য করি। কিন্তু অনেকে তলায় তলায় কথা বলছেন। তাঁরা অন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন, আমি শুনেছি। তাঁদের বলব, কাজ আমরা করে দিই। আমাদের উপর ভরসা রাখুন।

#### ■ জিভ খসে পড়বে

আমি যাচ্ছি রাস্তা দিয়ে, বলছে চোর চোর। এতবড় সাহস! ডাকাতের ডাকাত ওরা। ভারতকে লুট করেছে, বাংলাকে লুট করেছে। কারও পয়সায় চা পর্যন্ত খাই না। মিথ্যে কথা বলার জন্য জিভ খসে

#### ■ ইস্যু নাগরিকত্ব

ভোট আসতেই ফের ক্যা ক্যা করছে। সিএএ নিয়ে লাফালাফি করলে হবে না। সবাই নাগরিক। না হলে কেউ ভোট দিতে পারতেন না। প্রথম থেকেই সিএএ-এর বিরোধিতা করেছে রাজ্য সরকার। এবারও লোকসভায় মতুয়া ভোট টানতেই সিএএ-কে হাতিয়ার করার চেষ্টা করছে বিজেপি। রাজনীতি করতেই ভোটের আগে সিএএ ইস্যু তোলা হচ্ছে বলেই দাবি করলেন নেত্রী।

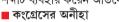
## মুখোশ খুললেন অভিষেক

তাঁর সংযোজন, গত ২১০ দিনে আমি বা আমরা কোনও মন্তব্য করিনি। কংগ্রেসের দ্বিচারিতার এই উদাহরণকে সামনে রাখেন অভিযেক। সোমবার আমতলায় নয়া অডিটোরিয়াম-এর উদ্বোধন ও প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠকে গিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন তিনি।

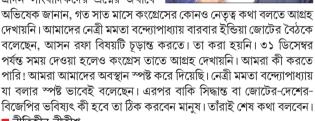
#### 🔳 বিষাক্ত অধীর

অভিষেক বলেন, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি লাগাতার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন। বলেছেন, উনি আমার বিরুদ্ধে লড়ন। বলেছেন. বাংলায় ইডি-সিবিআই ভাল কাজ করছে কিন্তু দিল্লিতে খারাপ কাজ করছে। কই আমরা সেকথা তো বলছি না। আমরা বলছি, বিজেপি-বিরোধী রাজ্যগুলিতে ইডি-সিবিআই দিয়ে সরকার ও দলগুলিকে দুরমুশ করতে চাইছে। অভিষেকের সংযোজন, প্রদেশ সভাপতি বলেছেন, তুণমূল কংগ্রেস বিজেপির 'বি' টিম। উনি বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন চাইছেন। অভিষেকের প্রশ্ন, বলন তো উনি আসলে কার হাত শক্ত করছেন এসব বলে! গত ২১০ দিনে প্রদেশ সভাপতি বা রাজ্য কংগ্রেসের কোনও নেতা বাংলার বঞ্চনা নিয়ে

একবারও সরব হয়েছেন? বিজেপির বিরুদ্ধে কোনও কথা বলেছেন? বলেননি। যে মহিলা বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করছেন, প্রদেশ কংগ্রেস তাঁর বিরুদ্ধে লাগাতার কুৎসা করে যাচ্ছেন। যে কোনও জিনিসের সহ্যের একটা সীমা থাকে। এরা সেসব পার করে গিয়েছে। এ কথা বলতে গিয়েই অধীর সম্পর্কে ফ্রোজেন হর্স শব্দটি ব্যবহার করেন অভিষেক।



এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে



#### নীতিহীন নীতীশ

নীতীশ কুমারের পাল্টিবাজ সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অভিষেক বলেন আমার থেকে দ্বিগুণ বয়স ওঁর আমি কোনও খারাপ কথা বলব না। দেশের এই পরিস্থিতিতে উনি জানেন কী করা উচিত কিন্তু তবুও বিজেপি শিবিরে গিয়েছেন শুধু ক্ষমতার লোভে। বিহারের মানুষ এর জবাব দেবেন। তাঁর সংযোজন, মনে রাখবেন একবার বিশ্বাসযোগ্যতা বা গ্রহণযোগ্যতা চলে গেলে আর ফিরে আসে না।

#### উন্নয়ন ও অভিষেক

এদিন তাঁর সংসদীয় এলাকায় উন্নয়নের খতিয়ান তুলে অভিষেক বলেন, গত ১০ বছরে ৫৭৮০ কোটি টাকার কাজ হয়েছে। আগামী ১০ বছরে ১০ হাজার কোটি টাকার কাজ হবে। দেশের সব থেকে বড় জল প্রকল্পের (১৫০০ কোটি টাকা) কাজ চলছে পলতায়।

এদিন, আমতলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে মানুষের উচ্ছাস-উন্মাদনা ছিল দেখার মতো। ৮ থেকে ৮০— সেই ভিড়ে কে না ছিলেন! অভিষেকও নিরাশ করেননি। গাড়ি থেকে নেমে তিনিও জনতার মাঝে মিশে যান। হাত মেলান সকলের সঙ্গে। এদিন তাঁদের অভিবাদন গ্রহণ করেন। একইসঙ্গে সন্দেশখালির ঘটনা অনভিপ্রেত বলেও মন্তব্য করেন অভিষেক।

#### বিএসএফ কার্ড দিলে নেবেন না

#### (প্রথম পাতার পর)

তিনি প্রশ্ন তোলেন, এতবড় অপরাধ করেও আগাম জামিন পেয়ে গেল কী করে! বিচার ব্যবস্থার উপর আস্থা রেখেই তিনি বলেন, খুন করে কেউ জামিন পেয়ে গেলে আইনের উপর আস্থা চলে যাবে। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, বিজেপি করলে সাদা, আর তৃণমূল করলে কাদা। বিএসএফ নিয়ে সতর্ক করে দেওয়ার পাশাপাশি কোচবিহারের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি নিয়েও বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, সেল্ফ হেল্প গ্রুপকে আমরা সাহায্য করি। কিন্তু অনেকে তলায় তলায় অন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন বলে আমি শুনেছি। তাঁদের বলব কাজ আমরা করে দিই। আমাদের উপর ভরসা রাখুন। আমাদের সঙ্গে থাকুন, সহযোগিতা করুন।



এক ফোনেই গায়েব ৩ লাখ। কেওয়াইসি আপডেট করানোর নামে প্রতারণা। প্রতারণার শিকার উত্তরপাড়ার বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য





## দুই বিচারপতির মধ্যে অভূতপূর্ব বিতর্ক

# মেডিক্যালে ভর্তি মামলা সরানো হল সুপ্রিম কোটে

হাইকোর্টের দই বিচারপতির মধ্যে অভূতপূর্ব বিতর্কের জেরে সুপ্রিম স্বতঃপ্রণোদিতভাবে হস্তক্ষেপ করার পরে এবারে মেডিক্যালে ভর্তি মামলাই কলকাতা হাইকোর্ট থেকে সরিয়ে নেওয়া হল শীর্ষ আদালতে। ৩ সপ্তাহ পরে এই মামলার শুনানি হবে সুপ্রিম কোর্টে। এই সময়ের মধ্যে আদালতে হলফনামা জমা দিতে হবে সব পক্ষকে। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এবং বিচারপতি সৌমেন সেনের মধ্যে অভূতপূর্ব বিতর্কের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচ্ডের নেতৃত্বে গঠিত ৫ বিচারপতির বিশেষ বেঞ্চ বসে সেই মামলার শুনানিতেই মেডিক্যালে ভর্তি

মামলা কলকাতা হাইকোর্ট থেকে সপ্রিম কোর্টে সরিয়ে নেওয়ার কথা জানান প্রধান বিচারপতি। কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ থেকে মেডিক্যালে ভর্তির মামলা জন্য এদিন সরিয়ে নেওয়ার পক্ষ থেকে আবেদন আইনজীবী কপিল সিবাল। তাঁর বক্তব্য, সিঙ্গল বেঞ্চ থেকে মামলা সরানো হোক, না হলে আবার একই ঘটনা ঘটবে। নাম না করে তিনি অভিযোগ করেন, সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতি বিভিন্ন সভায় যাচ্ছেন। রাজ্যের শীর্ষ আদালতের পক্ষ থেকে শুনানিতে জানানো মেডিক্যালে ভর্তির ১৪ টি ভুয়ো শংসাপত্র পাওয়া গিয়েছে। দায়ের হয়েছে মোট এফআইআর। লক্ষণীয়,

মামলাকে কেন্দ কবেই বিচাবপতি সৌমেন সেনের আপ্রকিব ভাষায় আক্রমণাত্মক করেছিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের সিবিআই তদন্তের বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চ স্থগিতাদেশ মেজাজ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। যা নিয়ে তীব্ৰ আলোড়ন পড়ে যায় বিচার এবং রাজনৈতিক মহলে। শনিবার ছুটির দিনেই বসে সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ। এই মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে যাবতীয় বিচারপ্রক্রিয়া স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয় ওইদিনই। আগে দিনে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় দুটি মামলায় দুটি স্থগিতাদেশ দেয় শীর্ষ আদালত।

#### 'হাইকোটের ঘটনা অনভিপ্রেত'

প্রতিবেদন : কলকাতা হাইকোর্টে দুই বিচারপতির মধ্যে নজিরবিহীন বিতর্ক নিয়ে সরাসরি মন্তব্য করতে না চাইলেও তৃণমূলের সর্বভারতীয় অভিযেক বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, যা ঘটেছে তা দৃঃখজনক এবং অনভিপ্ৰেত। পর সোমবারও অভিষেকের আইনজীবী অভিষেক সিংভি শীর্ষ আদালতে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের

প্রায়দিনই বক্তব্য, অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় একই ধরনের মন্তব্য করে চলেছেন। আগেও তিনি সংবাদমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নানা মন্তব্য করেছেন। তাঁর অভিযোগের সমর্থনে তথ্য তুলে ধরতে আদালতে একটি ভিডিয়োও পেশ করতে চান বন্দোপাধায়ের আইনজীবী। আদালত অবশ্য ৩ মাসের মধ্যে একসঙ্গেই যাবতীয়

#### আগুনে পুড়ে মৃত্যু

প্রতিবেদন: ঘরের ভেতর থেকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার বৃদ্ধ দম্পতি। আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুজনকেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে মৃত্যু হয় স্ত্রীর। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন স্বামী। সোমবার দুপুরে মালিপাঁচঘড়া থানার ঘুসুড়ির কুলি লাইনের ঘটনা। মৃতার নাম সুনীতা হাওডা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সুনীতা দেবীর স্বামী রামধনী রাম (৬৫)।

# ১১,৭৬৫ শিক্ষক পদে নিয়োগ

# আইনি জট দূর করল সুপ্রিম কোট

প্রতিবেদন : অবশেষে কাটল জট। প্রাথমিকে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্যানেল প্রকাশের স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করল সপ্রিম কোর্ট। এরপরেই ১১.৭৬৫ জনের চাকরির ক্ষেত্রে আর কোনও সমস্যা রইল না। প্রাথমিক শিক্ষা পর্যদ

আগেই জানিয়েছিল তাদের কাছে প্যানেল তৈরি রয়েছে. আদালতে জট কাটলেই নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে। সোমবার সেই সবজ সক্ষেতই দিল শীর্ষ আদালত।

সপ্রিম কোর্ট গত বছরেই জানিয়ে দিয়েছিল, প্রাথমিক শিক্ষক পদে চাকরির জন্য বিএড ডিগ্রিধারীরা স্যোগ পাবেন না। এর জন্য ডিএলএড পাশ জরুরি। যদিও ২০১৪ সালের সময় এই বিষয়টি বাধ্যতামলক ছিল না। কিন্তু জটিলতা তৈরি হওয়ায় ২০১৪-র টেট উত্তীর্ণেরা ২০২০ সালে ডিএলএড কোর্সে ভর্তি হন। কিন্তু ২০২২-এর নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সময়ে তাঁরা মার্কশিট হাতে পাননি। তাঁরা চাকরিতে সুযোগ পাবেন কি না, এ



নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের পরে সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়েছিল। এর ফলেই নিয়োগ ১০১১-এব স্থগিতাদেশ জারি হয়েছিল।

প্রাথমিক শিক্ষা পর্যদের সভাপতি গৌতম পাল নিয়োগ সংক্রান্ত গোটা

বিষয় নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসর সঙ্গে কথা বলেছেন। তারপরই নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করেন বলে খবর। ২০২২ সালের নিয়োগের সেই প্যানেল সুপ্রিম কোর্টে জমা দেওয়া হয়। আর সুপ্রিম কোর্ট এবার সেই প্যানেলেই সবজ সঙ্কেত দিল।

এই প্রসঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সভাপতি গৌতম পাল জানান, আজই প্যানেল প্রকাশ করে দেওয়া হবে। আগামী দু-তিন দিনের মধ্যেই এই তালিকা বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট প্রাইমারি স্কুল কাউন্সিলের কাছে পৌঁছে যাবে। তাঁরা সব দিক দেখে নিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যেই চাকরি প্রার্থীদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেবেন।

## রাহুলের উদ্দেশ্যে গদ্দারের অশ্লীল মন্তব্যের প্রতিবাদ জানালেন অভিষেক

প্রতিবেদন: এই কি তাঁর সংস্কৃত্রি নমুনা? এই কি তাঁর রুচিবোধের পরিচয়? যে জেলা বিপ্লবীদের পবিত্র মাটি. যে জেলায় সুশীল ধাড়ার মতো স্বাধীনতা সংগ্রামী জন্ম নিয়েছেন, সেই জেলারই একজন রাজনীতির মানুষের কথায় এমন অপসংস্কৃতি? রাহুল গান্ধীকে নিয়ে গদ্দারের কুরুচিকর মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় এমনই মনোভাব প্রকাশ করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। যে মেদিনীপুর স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম পীঠস্থান, সেখানকারই একজনের এই ধরনের মন্তব্য সত্যিই খুব দুর্ভাগ্যজনক। রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে গদ্দারের কুরুচিকর মন্তব্যের জন্য সোমবার তাকে এক হাত নিয়েছে তৃণমূল। বিরোধীদের প্রতি সৌজন্য না দেখানো যে আসলে গদ্দারের রাজনৈতিক সংকীর্ণতা, অশিক্ষা এবং মুখামি, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। ওই মন্তব্যের ভিডিও টুইট করে এক্স হ্যান্ডলে পাল্টা তোপ দেগেছে তৃণমূল। গদ্দারের ওই নিম্নরুচির মন্তব্যের

ভিডিও করে এক্স হ্যান্ডলে তীব্র সমালোচনা করেছেন তণমলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক মখপাত্র কণাল ঘোষ। তাঁর মন্তব্য, এটা ভাষা? রাহুল গান্ধীকে কী ভাষায় আক্রমণ করছে গদ্দার? রাজনীতিতে এই ধরনের অসভ্যতা, অপসংস্কৃতি বন্ধ হোক। রাজ্য কংগ্রেস নেতারা বিজেপির দালালি করতে গিয়ে আর কত নিচে নামবেন যে এটাও হজম করছেন? শুভেন্দুর কুৎসিত রাজনীতি বেআব্রু হয়ে পড়ছে। এই অসুস্থ ভাষার তীব্র প্রতিবাদ করছি।রাহুল গান্ধী সম্পর্কে গদ্দারের মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে এক্স হ্যান্ডলে সরব হয়েছেন তৃণমূলের যুবনেতা তথা আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য। তিনি লিখেছেন, তৃণমূলের কোনও নেতা কখনও মুখ ফসকে খারাপ কথা বলে ফেললে যারা সমালোচনার জোয়ার নিয়ে আসেন, আশা করি তারা একই রকম ভাবে এক্ষেত্রেও সমালোচনা করবেন। আশা করি, বিরোধী দলনেতা বলে ভয় পাবেন না কিংবা গুটিয়ে যাবেন না।

## মেটামরফসিস গোসাবা, সৌজন্যে হ্যামিল্টন, গল্প বললেন আ

প্রতিবেদন : হেঁতাল, সুন্দরী, গরানের ম্যানগ্রোভ ঘেরা এলাকা উন্নয়নের ছোঁয়া পেয়েছিল এক সাদা চামড়ার স্কটিশ ব্যবসায়ীর হাত ধরে। নাম ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন। নাম ধাম অচেনা হলেও তাঁর অবদান কখনও অস্বীকার করতে পারবেনা সুন্দরবনের গোসাবাবাসী। অবশ্য অস্বীকার করেনও না তাঁরা। এবার 'গোসাবার রূপকার'কে নিয়ে আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অনুপ মতিলাল 'দ্যা ফিলোজফার্স স্টোন' (The Philosopher's Stone) বইটি সম্পাদনা করলেন নতনভাবে। সংস্করণ প্রকাশ করল দীপ প্রকাশন।

সপ্তাহের প্রথম দিনে বিড়লা অ্যাকাডেমি অফ আর্ট অ্যান্ড কালচার এবং টাটা স্টিল কলকাতা লিটারেরি মিট আয়োজিত এক সাহিত্য সন্ধ্যার সাক্ষী হল তিলোত্তমা। গ্রন্থ



■ মঞ্চে দীপ্তাংশু মণ্ডল, আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতাভ ঘোষ, অনুপ মতিলাল, জয়ন্ত সেনগুপ্ত এবং মালবিকা মজুমদার। সোমবার বিড়লা অ্যাকাডেমিতে।

প্রকাশ করলেন অমিতাভ ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন মালবিকা মজুমদার, দীপ প্রকাশনা সংস্থার কর্ণধার দীপ্তাংশু মণ্ডল এবং বইয়ের দুই সম্পাদক আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অনুপ মতিলাল।

১৯০৩ সালে স্কটল্যান্ডের বাসিন্দা হ্যামিল্টন সাহেব গোসাবা ও রাঙাবেলিয়া দ্বীপে ১৪৩ ও ১৪৯ লটে প্রায় ৯০ হাজার বিঘা জমি চল্লিশ বছরের জন্য ইজারায় নেন। তাঁর উদ্যোগেই ১৯০৩-১৯০৭ তৈরির কাজ শুরু হয়। ধীরে ধীরে সভ্যতার আঁচড় পড়তে শুরু করে গোসাবায়।

এদিনের আলোচনায় হ্যামিল্টনের ভাবনা ও দষ্টিভঙ্গির কথাও উঠে আসে পরতে পরতে। আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, কীভাবে হ্যামিলটন ট্রাস্টের তরফে ডক্টর গোপীনাথ বর্মন দিনের পর দিন একগুচ্ছ তথ্য এবং কাগজ নিয়ে এসে তাঁকে অনুরোধ করতেন হ্যামিল্টনকে, তাঁর স্বপ্ন আর কাজের ব্যপ্তিকে সকলের কাছে তুলে ধরার জন্য। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সীমাবদ্ধতাকে পেরিয়ে উন্নয়নের ব্রত নিয়েছিলেন সে যুগের আদর্শবাদী এক জমিদার। এই কাহিনী বিভিন্ন রাজ্যের মানুষকে ভারতের জনকল্যাণের দীক্ষা দেবে। হ্যামিল্টনের Philosopher's Stone' নামটি হয়েছে। সঙ্গে তাল মেলালেন জয়ন্ত সেনগুপ্তও। ড্যানিয়েল হ্যামিল্টনের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের কথা বলেন অমিতাভ ঘোষ। এক কথায় গবাদি পশু পালন, মাছ চাষ, ফল ও সজ্জির বাগান তৈরি, তাঁত চালানো, কাঠের কাজ, বিভিন্ন কৃটিরশিল্পের প্রসার, কৃষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি গোসাবাকে সম্পূর্ণ শুঁয়োপোকা থেকে প্রজাপতি বানিয়ে দিয়েছেন তিনি। তবে এখন কী হাল হ্যামিল্টন সাহেবের তৈরি করে যাওয়া বিভিন্ন প্রকল্পের? কেমন আছেন গোসাবার চাষি, মৎস্যজীবীরা? কী অবস্থা বৃত্তিমূলক শিক্ষার? কর্মসংস্থানই বা কেমন? সেই সব জানতে গেলে পড়তে হবে 'দ্যা ফিলোজফার্স স্টোন'।









বিস্ময়! সচল দুর্গার মুখোমুখি শিশু সোমবার কলকাতা বইমেলায়

## এবার আবাস যোজনার বাড়ি করে দেওয়ার উদ্যোগ রাজ্যের

# পঞ্চায়েতে আরও ১,৫০০ কে

প্রতিবেদন: একশো দিনের কাজের বরাদ্দ দীর্ঘ দিন ধরে আটকে রেখেছে কেন্দ্র। ওই প্রকল্পের কর্মীদের পাশে দাঁডাতে নিজের কোষাগার থেকই তাঁদের কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা করছে রাজ্য সরকার। একই রকম ভাবে আবাস যোজনা প্রকল্পেও দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রের বঞ্চনার স্বীকার রাজ্যের গরিব মানুষ। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এবার তাঁদের বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার পরিকল্পনাও করছে রাজ্য সরকার। তবে রাজ্যের কোষাগার থেকে এই সব প্রকল্পের বরাদ্দ জোগাতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন।

যে কারণে আগামী বছর পঞ্চায়েত দফতরের বাজেট বরাদ্দ বিপুল পরিমাণ বাড়ানোর ইঙ্গিত মিলেছে। গতবছর এই দফতরের বাজেট ছিল ২৪ হাজার কোটি টাকা। তা এবার ১০ থেকে ১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৫৫০০ কোটি টাকা হতে পারে। যদিও এখনও সব হিসেব-নিকেশ চূড়ান্ত হয়নি। তবে পঞ্চায়েত দফতরের বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির বিষয়ে প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে।

এ ছাড়াও রাজ্যের বেশ কিছু দফতরের বাজেট বৃদ্ধি হতে পারে ১০ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধুমাত্র



কোটি টাকা বাজেট বৃদ্ধি হতে পারে।

১০০ দিনের কাজ-সহ একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পে মোদি সরকার টাকা না দেওয়ায় ব্যাহত হচ্ছে বাংলার গ্রামীণ উন্নয়ন। একাধিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও রাজ্য নিজের ভাঁডার থেকে অর্থ খরচ করে উন্নয়ন গতিশীল রাখার চেষ্টা করছে। কেন্দ্রের অর্থ বরাদ্দ কার্যত অনিশ্চিত হওয়ায় যাতে উন্নয়ন ব্যাহত না হয় আর যাতে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত না হন তার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার রাজ্যের আয় বাড়িয়ে বিভিন্ন দফতরের বাজেট বৃদ্ধির পথে হাঁটছে।

২০২৪-২৫ আর্থিক বছরে সেই সূত্রেই রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতরের বাজেট প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা বাড়তে চলেছে। গ্রামীণ এলাকার রাস্তাঘাট, পানীয় জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা ইত্যাদি নানা কাজ করা হয় রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতরের মাধ্যমে। আবার রাজ্যের

বাসিন্দাদের প্রায় ৬০ শতাংশই বসবাস করেন পঞ্চায়েত এলাকায়। রাজ্যের অন্যান্য দফতরের বাজেটের একটা বড অংশ কর্মীদের বেতন দিতেই চলে যায়। সেখানে এই দফতরের মোট বরান্দের প্রায় ৯০ শতাংশ টাকাই উন্নয়নমলক কাজে খরচ করা হয়।

নবান্নের আধিকারিকদের অভিমত, রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতরের বাজেট বাড়লে গ্রামবাংলা তার সফল টের পাবে। লাভবান হবেন গ্রামের মানষেরাই। এবার বাজেটে পঞ্চায়েত দফতরের অধীন গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। গত কয়েক বছরে গ্রামেও যেভাবে ডেঙ্গু-সহ অন্যান্য মশাবাহিত রোগের প্রাদুভবি দেখা দিয়েছে, তার মোকাবিলায় ভালো পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হতে পারে নয়া বাজেটে। এই খাতে আলাদা করে অতিরিক্ত ২০ কোটি টাকা বাড়ানোর প্রাথমিক প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। ২০২৩-২৪ সালে এই খাতে ৩৮৮ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছিল। এবারে তা ৪০০ কোটির বেশি ধরা হয়েছে বলেই খবর মিলেছে। গুরুত্ব পাচ্ছে রাস্তাঘাট নিমাণ। পথশ্রী ও রাস্তাশ্রী প্রকল্পে বাজেট অনেকটাই বাড়ানো হতে পারে বলে

 বাগবাজারে ৭ নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলর বাপি ঘোষের উদ্যোগে আয়োজিত গণবিবাহে উপস্থিত সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ মালা রায়, প্রমখ। অনষ্ঠানে ১২ জন দম্পতির বিবাহ হয়।



■ নিউ টাউন মেলা গ্রাউন্ডে রাজ্য সবলা মেলায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাতে তৈরি শিল্পকর্ম নিয়ে হাজির শিল্পীরা।



কালা কানুন বাতিলের দাবিতে সোমবার ফেডারেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে রানি রাসমণি রোডে পথসভা।

## কোর কমিটির চতুৰ্থ বৈঠক

সংবাদদাতা, বারাসত : বুথ স্তরের কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে জানাতে হবে তারা লোকসভা নিবচিনের জন্য কতটা প্রস্তুত। চতুর্থ কোর কমিটির বৈঠক শেষে এমনই জানালেন উত্তর ২৪ প্রগনা জেলা কোর কমিটির চেয়ারম্যান নির্মল ঘোষ। বলেন. যে ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা গিয়েছে এই জেলায়, ১ লক্ষ ৪৭ হাজারের বেশি নতুন নাম উঠেছে। ১ লক্ষ ৩৬ হাজার নাম কাটা গৈছে ও স্থানান্তরিত হয়েছে। তাতে আমাদের মনে হচ্ছে ভোটার তালিকা নির্ভুল হয়নি। তাই বুথ কর্মীদের তালিকা নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মিলিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।কোনও ভুল থাকলে তা লিখিত ভাবে কোর কমিটিকে জানাতে হবে। এই কাজ খব দ্রুত করতে হবে। ভুলত্রুটি পাওয়া গেলে সেগুলি আমরা নির্বাচন কমিশনের নজরে আনবো। এছাডাও দলের কয়েকটি পদ ফাঁকা হয়েছে। সেগুলির ক্ষেত্রে আলোচনার মাধ্যমে যে নাম প্রস্তাবিত হবে তা রাজ্য স্তরে পৌছে দেওয়া হবে বলে জানান নির্মল ঘোষ। সোমবার কোর কমিটির মিটিং হয় মধ্যমগ্রাম জেলা কার্যালয়ে। উপস্থিত ছিলেন কমিটির আহ্বায়ক তথা রাজ্যের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, চেয়ারম্যান নির্মল ঘোষ, বারাসতের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু, সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, বিশ্বজিৎ দাস, বীণা মন্ডল, হাজি নুরুল ইসলাম, গোপাল শেঠ, মমতাবালা ঠাকুর, এটিএম আবদুল্লা, তাপস দাশগুপ্ত।

#### আইএনটিটিইউসি-র নয়া রাজ্য কমিটি

- State President Ritabarata Banerjee
- Vice President Ganga Prasad Sharma, Nakul Sonar, Mannalal Jain, Nikhil Nayek, Balaram Bhattacharjee, Jyotirmoy Chatterjee, Saktipada Mandol.

  General Secretary — Rabin Rai, Birendra Bara, Rajesh Lakra, Partha Pratim
- Sarkar, Syed Mohd. Salim, Narendranath Chakraborty, Samir Panja (CESC) Subhajit Maitra, Pradip Kundu, Arijit Dutta, Prankrishna Majumdar
- Secretary Biswamoy Ghosh, Nasera Bibi, Sanowara Begum, Insan Ali Sk, Sk Amin Sohel, Shankar Dandpat, Ranjan Chatterjee, Partha Ghona, Alok Das, Tirthabas Ghosh, Somnath Sharma, Poulami Roy, Debashis Debnath, Ashfaq Ahmed, Ananga Ghosh, Subrata Roy, Pratap Bose, Barun Natta, Partha Pratim Dasgupta, Nazrul Ali Mondal.
- Executive Member Tushar Chakraborty, Humayun Kabir, Karunamoy Chakraborty, Nitai Kar, Dinesh Tamang, Arabinda Ghosh, Nilimesh Biswas, Hikmat Ali, Rofikul Hassan Kabir, Emdadul Hogue, Prabal Mukherjee, Munmun Das, Dilip Mallick, Susanto Roy, Hareram Singh, Bhubaneswar Mukherjee, Dipak Kumbhakar, Ajay Sen, Sk. Sohidul Islam, Gaur Mohan Das Thakur, Bakul Bar, Habibur Rahman, Manas Roy, Ashiq Sipahi, Somnath Chatterjee, Jinnat Ali Biswas, Shibendranath Singha, Arun Basak, Biswajit Dutta, Nemai Ghosh, Sanjib Kumar Ghosh (Bapi), Debashis Dey, Arpita Saha, Subhankar Dev, Ashim Dhar, Amal Chakraborty, Balaram Saha, Swapna Das, Milab Halder, Mausam Mukherjee, Pradip Chakraborty, Samarendra Chakraborty, Ashok Chakraborty, Nayeem Khan, Surajit Roy Chowdhury, Samir Ghosh Choudhury, Sanat Bhattacharya, Shes Narayan Singh, Rajesh Singh, Hazrat Ali, Babulal Sadhukhan, Arijit Mondal, Sofiul Islam Molla, Gautam Dasgupta.

#### WB STATE INTTUC CORE COMMITTEE

■ State President, All District Presidents, Nakul Sonar, Birendra Bara Oraon, Ganga Prasad Sharma, Rabin Rai, Arijit Dutta, Subhajit Maitra, Pradip Kundu, Narendranath Chakraborty, Samir Panja (CESC), Partha

#### সংখ্যালঘু সেলের নয়া রাজ্য কমিটি

- State Chairperson Haji Nurul Islam State President Mosaraf Hussen
- Chief Special Invitee Member Firhad Hakim,
- Special Invitee Member Siddigullah Chowdhury, Tajmul Hossain, Md.Ghulam Rabbani, Akhruzzaman, Sabina Yeasmin, Khalilur Rahaman, Md.Nadimul Hoque, Mousam Noor, Dr. Humayan Kabir, Saokat Molla,
- Vice President Manirul Islam, Abdur Rahim Quazi, Minhaiul Afrin Azad Dr. Abul Kashem, Atm Abdullah, Alhaj Sk Mehebub, Amiruddin Boby, Farid Khan, Bachhan Sing Saral, Sk Supian, Maria Fernandez, Nima Wangi, Sherpa, Nejamuddin Shams, Roma Rashmi Ekka, Abul Kalam Azad, Choudhury, Md. Imtiyaj Ali (Anthony)
- Organisation Secretary Gulshan Mallick, Nasiruddin Ahmed (Lal), Md Ali, Jafikul Islam, Toraf Hossain Mandal, Mukhtar Ali, Md Ehteshamul Houge, Mustafiz Hasmi, Sofia Khan, Anjelina Mentosh Jesnani, Dr. Intekhub Alam, Boby Shahzada, Zuber Alam, Sahajahan Alam
- General Secretary Rubia Sultana, Taranum Sultana Mir, Mufti Abdus, Salam Akhlague Ahmed Nasir Ahammed Junaid Khan Md Sahaiahan Md Akram, Parvej Reja, Rahim Nabi, Sahil Jain, Syed Md. Afroj, Nurul Islam, Md Najrul Islam, Sahina Sultana, Mojammel Hoque, Mosaraf Hossain (Jalpaiguri), Mir Humayun Kabir, Kasheem Rasuli
- Secretary Satnam Singh Ahuliwaliya, Samima Sk, Alam Ansari, Sabbir Ali Warshi, Aman Shaikh, Bilkish Begam, Ajmira Khatun, Jamal Ahammed, Khan, Arjan Khatun, Nurnessa Begumm, Najrul Islam, Sk Rahamamin, Amir Uddin, Syed Faisal Iqbalm, Sahanur Mandal, Ali Mortuza Khan, Murad S Mahamood, Danish Niazi, Firoj Khan, Nurjahan Begam, Mafijul Islam, Shaquil Khan, Jahangir Kabir, Anarul Islam Sarkar, Nasir Sk, Mojaffar Rahman, Ajmal Siddiki, Faisal Ikbal, Mohammad Abdullah, Wohedul Haque
- Executive Member Abdus Samad, Syed Anowar Pasa, Shadman Alam, Samim Ahammed, Md. Tauseef Rahaman, Kawsar Ali, Babu Asrafuddin, Julfikar Ali Khan, Prajesh Lepcha, Haji Abdul Kader, Sahajahan Ali Molla, Md. Sk Ayub, Alona Yeasmin, Razia Ahmed, Quamar Elahi, Md Rafay Mahamood Siddiqui, Donna Dickson, Min Phurba Sherpa, Babu Adam Sahid Rashid, Sk. Raza, Shahnawaz Ali, Sabir Ali, Md Salman, Dinesh Jain Samiun Kabir, Akhtar Ali, Najimuddin Mandal, Sayed Pahalowan, Sadique Zia. Abdul Mannan. Shoukat Ali

#### নরেন্দ্রপুর : গ্রেফতারির নির্দেশ কোর্টের

প্র**তিবেদন:** নরেন্দ্রপুরের এক স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপর হামলার ঘটনায় শিক্ষামন্ত্রী ব্রত্যি বসুর রিপোর্ট তলবের পর এবার কড়া নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টও। শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশের পর পুলিশের এফআইআরে নাম থাকা ২ অভিযুক্তকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে। সোমবার রাতের মধ্যেই ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক-সহ বাকি ১৩ অভিযুক্তকে গ্রেফতারির নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। শনিবার ওই স্কুলে এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ তুলে বহিরাগতরা হামলা চালায় ও স্কুলে ঢুকে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপর চড়াও হয়।

#### রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতরেই প্রায় দেড় হাজার বিজেপির অভব্যতায় রণক্ষেত্র বারাকপুর

প্রতিবেদন : আইন অমান্যের নামে সোমবার বিজেপির গুণ্ডামির সাক্ষী রইল বারাকপুর। পুলিশের উপর বিজেপি কর্মীদের ইটবৃষ্টির জেরে রণক্ষেত্র চেহারা নেয় চিড়িয়ামোড়। মিছিল থেকে ক্রমাগত পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছোঁড়ার জেরে আহত হন বহু পুলিশ। সোমবার দুপুরে বারাকপুর স্টেশন থেকে মিছিল করে বিজেপি কর্মীরা চিডিয়ামোডের কাছে আসতেই পুলিশ বাধা দেয়। মারমুখী হয়ে ওঠেন তাঁরা। ব্যারিকৈড ভেঙে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি করেন। উন্মত্ত বিজেপি কর্মীদের আটকাতে পুলিশ জলকামান ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে। কিছু বিজেপি কর্মীকে আটকও করা হয়। বিজেপির অসভ্যতায় মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়। সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক বলেন, আইনশঙালা নম্ভ করার জন্য বিজেপি যে চরম উশুঙ্খলতা ও গুণ্ডামি করল, আগামী লোকসভা নিবাচনে বারাকপুরের মানুষ তার জবাব দেবে। রাজনৈতিক দলের কাজ মানুষকে সংগঠিত করা, গুণ্ডামি করা নয়।

### হাসপাতালে কবীর সুমন

প্রতিবেদন: সোমবার হঠাৎ শ্বাসকন্টের সমস্যা নিয়ে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভৰ্তি করা হয়েছে কবীর সুমনকে। এদিন দুপুরে শ্বাসকষ্ট শুরু হতেই দেরি না করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় মেডিক্যাল কলেজে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, এই মুহুর্তে তিনি স্থিতিশীল। আপাতত অক্সিজেন সরবরাহ করা হচ্ছে। তিনি কথা বলতে পারছেন, খাবারও খেয়েছেন। ওষুধ দিয়ে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। শ্বাসকস্টের সমস্যা যদিও আছে। তাঁর হৃৎপিণ্ড পাম্প করতে পারছে না।



আগ্নেয়ান্ত্র-সহ এক যুবককে গ্রেফতার করল ভূতনি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতের নাম রাব্বুল শেখ। উদ্ধার হয়েছে দুটি পিস্তল, একটি রাইফেল, একটি হাঁসুয়া ও দুই রাউন্ড কার্তুজ



30 January, 2024 • Tuesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৩০ জানুয়ারি ২০২৪ মঙ্গলবার

#### চিতাবাঘের হানায়



■ চা বাগানে কাজ করার সময় হঠাৎই এক শ্রমিকের পায়ে থাবা দিয়ে পালাল এক লেপার্ড। কালচিনি ব্লকের চুয়াপাড়ার ঘটনা। জখম বলিরাম মাহালি কালচিনির ভাটপাড়া চা

বাগানের বাসিন্দা। চুয়াপাড়া চা বাগানে বিঘা শ্রমিকের কাজ করেন তিনি। সোমবার সকালে তিনি কাজে যান। বাগানে স্প্রেয়িং-এর কাজ করছিলেন তিনি হঠাৎই ঝোপ থেকে একটি আওয়াজ পান তিনি। তবে সেদিকে নজর না দিয়ে নিজের কাজ করছিলেন তিনি। তারপরই হামলা চালায় চিতাবাঘটি।

#### মাছ ধরতে গিয়ে মৃত

■ বিদ্যুৎ সংযোগ করে নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে ধুপগুড়ি ব্লকের ঝাড়আলতা ২ প্রাম পঞ্চায়েতের গাড়খুটা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নানাই নদীতে কয়েকজন যুবক মিলে সোমবার অবৈধ ভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ করে মাছ ধরতে যায়। সুব্রত রায় নামে এক যুবক (২৬) বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। এরপর তাঁর সঙ্গীরা তড়িঘড়ি ধুপগুড়ি প্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসলে কওব্যরত চিকিৎসক মৃত তাঁকে বলে ঘোষণা করে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় ধুপগুড়ি থানার পুলিশ।

#### ধৃত কংগ্রেস নেতা-সহ ১

জাল প্রতিবন্ধী শংসাপত্র কাণ্ডে কংগ্রেসের এক বুথ সভাপতি সহ দু'জনকে গ্রেফতার করল হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশ। অভিযোগ, রাজনৈতিক পরিচয়ের প্রভাব খাটিয়ে জাল শংসাপত্র দেওয়ার কাজ শুরু করেছিলেন ওই বুথ সভাপতি। এই ঘটনাকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। ধৃতদের মধ্যে একজন কংগ্রেসের বুথ সভাপতি। স্বাভাবিকভাবে এই ঘটনা সামনে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। তৃণমূলের আমলে প্রশাসন সক্রিয় তাই প্রতারকরা গ্রেফতার হচ্ছে দাবি তৃণমূলের। মালদহ জেলার হরিশচন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত উত্তর শালদহ গ্রামে জনসংযোগ এবং পাড়ায় সমাধান কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধীদের দেওয়া জাল সার্টিফিকেটের প্রতারণা চক্রের পর্দা ফাঁস হয়। পদফাঁস করেন বিডিও সৌমেন মন্ডল। সমগ্র ঘটনায় পুলিশের এক হোমগার্ডসহ তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়।

#### বঞ্চনার প্রতিবাদে সভা



■ কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া প্রতিটি প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থতা এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন খাতে বকেয়া পাওনা থেকে বঞ্চিত করবার প্রতিবাদে রতুয়া জোন-১ এর অন্তিম দিনের বাইক র্যালির শেষে অনুষ্ঠিত হল দলীয় পথসভা। ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ মৌসমন্র, ফজলুল হক, সেখ আমিক্রদিন প্রমুখ।

#### বিপুল উন্নয়নের ঘোষণার অপেক্ষায় বাসিন্দারা ● স্বাগত জানাতে সাজ সাজ রব

# আজ দুই দিনাজপুরে মুখ্যমন্ত্রী

উন্নয়নের ডালি সাজিয়ে নিয়ে উত্তরে রয়েছেন মখ্যমন্ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার হাসিমারা থেকে কোচবিহার আসেন তিনি। একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস, উদ্বোধন এবং পরিষেবা প্রদানের পর তিনি পৌঁছন শিলিগুড়িতে। সেখানেও চা-শ্রমিকদের পাট্টা এবং পরিষেবা প্রদান করেন। এখন অপেক্ষায় দুই দিনাজপুর। আজ সেই প্রতিক্ষার অবসান। মঙ্গলবার রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে সরকারি পরিষেবা প্রদানের অনুষ্ঠান সেরে তিনি পৌঁছবেন দক্ষিণ দিনাজপুরে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে হবে সভা। দুই দিনাজপুরে তাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্বাগত জানাতে সাজো সাজো রব। দুই জেলার প্রশাসনিক কর্তারা সোমবার সভাস্থল ঘরে দেখেন। এদিন





রায়গঞ্জে সভাস্থল খতিয়ে দেখছেন প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। ডানদিকে, বালুরঘাটে প্রস্তুতি দেখছেন মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র।

রায়গঞ্জে সভাস্থল ঘুরে দেখেন জেলাশাসক সুরেন্দ্র কুমার মীনা, রায়গঞ্জ পুরসভার প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস-সহ অন্যান্যরা। আদিবাসী নাচের মহড়া প্রদর্শন হয়। জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল জানান, ইসলামপুরে পৌঁছে প্রায় ১ কিমি পথ পদযাত্রা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকে হেলিকপ্টার করে রায়গঞ্জে আসবেন তিনি। প্রস্তুতি পর্ব খতিয়ে দেখেন রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানী। দক্ষিণ দিনাজপুরে সভাস্থলের কাজ সরজমিনে খতিয়ে দেখেন মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। সঙ্গে ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রচুর সংখ্যক তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী বালুরঘাট স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রীর সভাস্থলে আসবেন।

## ক্রিশ্চিয়ান কলেজের অনুমোদন আটকে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : ক্রিশ্চিয়ান কলেজের অনুমোদন আটকে রেখেছে কেন্দ্র। তাই মুখমন্ত্রীর দ্বারস্থ হলেন শিলিগুড়ির খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষরা। সোমবার শিলিগুড়ি সরকারি পরিষেবা বন্টন অনুষ্ঠানের পর শিলিগুড়িতে খ্রিস্টান ধর্মালম্বীদের সঙ্গে উত্তরকন্যায় বিশেষ বৈঠক করেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। দার্জিলিং জেলার খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী বিদ্ধজনেরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানান। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁরা অভিযোগ করেন, কেন্দ্র

সরকার তাদের বাভন্ন কলেজের অনুমোদন আঢকে রাখছে। নির্দিষ্ট অভিসন্ধি নিয়ে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের শিক্ষা ক্ষেত্রের প্রসারে জটিলতা তৈরি করছে। এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন তাঁরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, বড়দিন এবং তারপরে নতুন বছরের শুভেচ্ছা বিনিময় হয়েছে। তাঁরা শিক্ষা ক্ষেত্রের প্রসারে ভালো কাজ করছেন। কিন্তু তাঁদের স্কুল কলেজের অনুমোদন আটকে দেওয়া হচ্ছে। ইউজিসির অনুমোদন মিলছে না।

#### চাপডামারির জঙ্গল থেকে বেরিয়ে লোকালয়ে হাতি

প্রতিবেদন : ফের লোকালয়ে হাতির হানা। এবার একেবারে শহর এলাকায় হানা দিল হাতি। জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকের চালসার প্রানকেন্দ্র চালসা গোলাইয়ে চলে এল দুটি হাতি। চাপড়ামারির জঙ্গল থেকে বেরিয়ে স্থানীয় এক ব্যক্তির দোকানের বেড়া ভেঙ্গে দোকানের সব খাবার খেয়ে চলে যায় হাতি দুটি। শুধু দোকানের খাবার খেয়েই ক্ষান্ত হয়নি হাতি দুটি। সেখান থেকে ওই এলাকারই এক বাসিন্দার জমিতে হানা দিয়ে বেশ কিছু কলাগাছ খেয়ে নেয় হাতি দুটি। বাড়ির লোকজন শব্দ পেয়ে বাইরে বেরিয়ে হাতি দুটিকে দেখে খবর দেন বন দফতরে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে খুনিয়া স্কোয়াডের বন কর্মীরা। বন কর্মীরা এসে পটকা ফাটিয়ে হাতি দুটিকে জঙ্গলে পাঠিয়ে দেয়। ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক।

## বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে



যোগদানকারীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে দলীয় পাতাকা

সংবাদদাতা, রায়ণঞ্জ : লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি ভাঙর হিড়িক পড়ে গিয়েছে জেলায় জেলায়। প্রতিদিনই ধস নামছে বিজেপি শিবিরে। সোমবার দুপুরে হেমতাবাদের চৈনগর ও নওদায় তৃণমূল কংপ্রেসে যোগদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে চৈনগর অঞ্চলের বাহিন বুথের বিজেপি সদস্যা নমিতা বর্মন, তিলান বুথের বিজেপি সদস্যা বাসন্তী ভৌমিক, নওদা প্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ মালনের সিপিএমের জয়ী সদস্যা নাসিমা খাতুন তৃণমূল কংপ্রেসে যোগদান করেন। পাশাপাশি দুই অঞ্চলের শতাধিক বাসিন্দা এদিন তৃণমূলে যোগ দেন। এদিনের যোগদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংপ্রেসের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগারওয়াল, জেলা পরিষদের সদস্যা মকলেসা খাতুন, মোজাফফর হোসেন প্রমুখ।

# অনুরয়ন-রোগে ভুগছে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি : মলয়

প্রতিবেদন : অনুন্নয়নে ভুগছে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি। অথচ চা-বলয়ে এসে বিজেপির নেতা, মন্ত্রিরা এসে ভুয়ো প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। আর উন্নয়ন করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার শিলিগুড়িতে 'দার্জিলিঙ জেলা শ্রমিক মেলা'-র মঞ্চ থেকে এভাবেই বিজেপি-কে একহাত নিলেন মন্ত্রী মলয় ঘটক। শ্রমিক উন্নয়নের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, পাশেই অসম। বিজেপি শাসিত রাজ্য। সেখানে ২০ কেজি রেশন দেওয়া হয় এবং ৯টাকা প্রতি কেজি দিয়ে কিনতে হয়। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী

বিনামূল্যে দেন। এবং পরিমাণেও বেশি। এখানেই বিজেপি আর তৃণমূল সরকারের পার্থক্যটা এখানেই স্পষ্ট। এই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন আইএনটিটিইউসির রাজ্যসভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রমিক এবং বাংলার মানুষের



মঞ্চে মলয় ঘটক, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, অনীত থাপা, নির্জল দে, তীর্থঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ।

প্রসঙ্গে তুলে তিনিও তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন। বলেন, শ্রমিকদের উন্নয়ন করেছেন একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অসংগঠিত শ্রমিক থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের কথা ভেবেছেন একমাত্র তিনি। মানবিক মুখ্যমন্ত্রী ২০১১ সালের পরে সামাজিক সুরক্ষা যোজনার নাম বদলে করেন বিনামূল্য সামাজিক সুরক্ষা যোজনা করে দিলেন। এখন সুবিধাভোগীদের আর কোনও টাকা দিতে হয় না। ২৬ লক্ষ থেকে এখন সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১ কোটি ৬৫ লক্ষ হয়েছে। ১১ বছরে সিপিএম দিয়েছিল ৯ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার দিয়েছে ২ হাজার ৩৪৭ কোটি টাকা। শ্রমিকদের সুবিধার জন্যই এই শ্রমিক মেলার উদ্যোগ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মেলা শেষ

হবে ৩১ জানুয়ারি। এ দিনের এই মঞ্চ থেকে ৮০ জন উপভোক্তার হাতে ১৭ লক্ষ ৭ হাজার ৮৫ টাকার সুবিধা দেওয়া হয়। ছিলেন, জিটিএ চেয়ারম্যান অনীত থাপা, নির্জল দে, তীর্থঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ।



# আমার বাংলা





30 January, 2024 • Tuesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

#### কর্মসূচি সফল করতে



 রামপুরহাট শহরে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মসূচি নিয়েছে ৩০ জানুয়ারি। তাকে সফল করার লক্ষ্যে সোমবার তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের নেতৃত্বের সঙ্গে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হল।

#### বই ও সংবর্ধনা

■ কলকাতা বইমেলায় এসবিআই অডিটোরিয়ামে 'দূরে কোথাও পাবলিকেশন'-এর বইপ্রকাশ ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে গিল্ডের সম্পাদক সুধাংশুশেখর দে, আলোকচিত্রী অনুপম হালদার, অভিনেতা সঞ্জয় বিশ্বাস, দৃষ্টিহীন ফুটবলার সঙ্গীতা মেত্যা, ফুটবল আ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য ব্লাইশু অফ বেঙ্গলের সম্পাদক গৌতম দে প্রমুখ।

## তেঁতুল পাড়তে গিয়ে

■ তেঁতুল পাড়তে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। নাম মনোতোষ মণ্ডল (৩২)। সোমবার সকালে বহরমপুর থানার চুয়াপুর তেঁতুলতলায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, মনোতোষ কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। রাস্তায় থাকতেন, মাঝে মাঝে কোনও কাজ করতেন। এদিন খুব সকালে তেঁতুল গাছে উঠে ব্যাগ নিয়ে তেঁতুল পাড়ছিলেন।

#### গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে



■ দুপুরে হঠাৎ পশ্চিম
মেদিনীপুর জেলার
ডেবরা ব্লকের ৪ নং
খানামোহান প্রাম
পঞ্চায়েতের জগৎমণি

সিলিন্ডার মেরামতের গুদামে সিলিন্ডার ফেটে গুরুতর আহত একজন। নাম অরূপ মাইতি। বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা ব্লকের ঝিকুরিয়া এলাকায়। তাঁর মাথার খুলির একাংশ উড়ে গিয়েছে। প্রথমে ডেবরা ও পরে মেদিনীপুর মেডিক্যালে ভর্তি করা হয়।

# পূর্ব মেদিনীপুর জুড়ে জয়জয়কার শুধু তৃণমূল কংগ্রেসের

# ভগবানপুরে সমবায় নির্বাচনেও খাতা খুলতে পারল না বিজেপি

সংবাদদাতা, ভগবানপুর: পূর্ব মেদিনীপুরে বিজেপি হেরেই চলেছে। একের পর সমবায় জেতা যেন তৃণমূল অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছে। বিজেপির ক্রমশ জনভিত্তি হারানোর প্রমাণ এই পরাজয়। এবার ভগবানপুর-১ ব্লকের বিভীষণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের, জলি বিষ্ণুপুর-শঙ্করপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নিবর্চিনে বিজেপি খাতাই খুলতে পারল না। সব আসনে জিতল তৃণমূল। এই সমিতির মোট আসন নটি। সব আসনে প্রার্থী দেয় তৃণমূল ও বিজেপি। টানটান উত্তেজনায় কড়া পুলিশি প্রহ্বায় নিবর্চিন হয়। ফলাফল প্রকাশ হলে দেখা যায়, বিজেপিকে পর্যুদস্ত করে নটি আসনের



সবকটিতেই জয়ী তৃণমূলপ্রার্থীরা। চণ্ডীপুর বিধানসভার অধীন এই সমবায় সমিতির পরিচালন ক্ষমতা তৃণমূলেরই হাতে ছিল। তবুও লোকসভা নির্বাচনের আগে এই

জয় তৃণমূল নেতা-কর্মীদের বাড়তি উৎসাহ জোগাবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এই জয়ে ভোটার এবং প্রার্থীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন রক তৃণমূল সভাপতি তথা জেলা পরিষদ সদস্য রবীনচন্দ্র মণ্ডল, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপসুন্দর পণ্ডা, বিভীষণপুর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সৌরভকান্তি বেরা প্রমুখ। জয়ের পর এলাকায় বিজয় মিছিল বের করে তৃণমূল। পরস্পর আবির খেলা ও মিষ্টিমুখের মধ্য দিয়ে জয় উদযাপন করেন। জয়ী প্রার্থীরা হলেন অদৈত পড়িয়া, আশিসকুমার মহেশ, বিকাশ মাইতি, মদনমোহন জানা, সন্দীপন মাইতি, গুচিব্রত মাল, মীরা মহেশ, সঙ্গীতা মাইতি ও অথিল বর্মন। জয়ী প্রার্থীরা এই সমবায় সমিতির ভোটারদেরকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান।

# ১২ ব্লকের প্রায় চার লাখ চাষিকে বিমা

সংবাদদাতা, তমলুক : পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ১২টি ব্লকের ৩ লক্ষ ৮৩ হাজার ৫৬৩ জন চাষি ২৪ কোটি টাকার বিমার সুবিধা পাবেন। ইতিমধ্যে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল মনিটরিং কমিটির মিটিংয়ে জেলায় ১২টি ব্লকে ১০৬টি গ্রামপঞ্চায়েতকে ক্ষতিগ্রস্ত হিসেবে অনুমোদন দেওয়া হয়। শিগগিরই চাষিদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকা শুরু হবে। গত অক্টোবরে বন্যায় পূর্ব মেদিনীপুরের বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হয়েছিল। জেলা প্রশাসন পাঁশকুড়া, পটাশপুর-১ এবং ময়না ব্লকের ৩৯৭টি মৌজাকে সরকারিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ছিল ১ লক্ষ ৬,৬৮০ জন। কিন্তু, স্যাটেলাইট চিত্রে বিমা সংস্থা জেলার আরও বিভিন্ন এলাকাকে ক্ষতিগ্রস্ত বলে জানতে পারে। তারপরই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ও চাষির সংখ্যা অনেকটাই

## পূর্ব মেদিনীপুর

বেড়েছে। সবমিলিয়ে জেলার চাষিরা ২৩ কোটি ৯৭ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা বিমা পাবেন। জানা গিয়েছে, ভগবানপুর-১ ব্লকের বেউদিয়া, ভগবানপুর, বিভীষণপুর, গুড়গ্রাম, কাজলাগড় সহ ১০টি পঞ্চায়েতের চাষিরা বিমার সুবিধা

পাবেন। ভগবানপুর-২ ব্লকের ন'টি গ্রাম

পঞ্চায়েত, চণ্ডীপুর ব্লকের আটটি
পঞ্চায়েতের চাষিরা বিমার সুবিধা
পাবেন। কাঁথি-৩ ব্লক, এগরা-২,
হলদিয়া ব্লকের দেভোগ ও চকদ্বীপা,
কোলাঘাট ব্লকের নটি, ময়না ব্লকের
১১টি, নন্দীগ্রাম-২ ব্লকের সাতটি,
পাঁশকুড়ার সবকটি পঞ্চায়েতের চাষিরা
বিমার টাকা পাবেন। পূর্ব মেদিনীপুর
জেলা কৃষিদফতরের উপ অধিকর্তা
(প্রশাসন) প্রবীণ মিশ্র বলেন, মোট
১০৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ লক্ষ ৮৩
হাজার চাষি প্রায় ২৪ কোটি টাকা
বিমার সুবিধা পাবেন। ক্রত ওই টাকা
চাষিদের অ্যাকাউন্টে দেওয়া শুরু করবে

## মাদক-সহ ধৃত



প্রতিবেদন : মাদক দ্রব্য পাচারের অভিযোগে ধৃত দুই ব্যক্তিকে সোমবার দুপুর একটায় আসানসোল জেলা আদালতে পেশ করে পুলিশ। রবিবার দুর্গাপুরের কোক-আভেন থানার পুলিশ গ্রেফতার করেছিল দুজনকে। দুজনেই আসানসোলের বাসিন্দা। বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ পুলিশ দুর্গাপুরের ডিভিসি মোড়ে একটি লাল রঙের গাড়িকে দাঁড় করায়। তল্লাশিতে মেলে ৪৫ গ্রাম হেরোইন।

## চডুইভাতি করতে এসে উপহার মিলল চারাগাছ

ঘোষণা করেছিল। তাতে চাষির সংখ্যা

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : শীতের মরসুম মানেই চড়ুইভাতি। আর সেখানে দেদার ফুর্তি আর ভোজ। তার মধ্যেই পরিবেশ সচেতনতার বার্তা দিয়ে নজর কাড়ল মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যতম স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা

#### লালবাগ <u>মতিঝিল পার্ক</u>

সাগরদিঘি উইনার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ঐতিহাসিক লালবাগ মতিঝিল পার্কে দলে দলে মানুষ পৌঁছে যায় চড়ুইভাতি করতে। সেখানে খাওয়াদাওয়ার পাশাপাশি বাচ্চাদের নিয়ে বিভিন্ন খেলাধুলায় মেতে ওঠে সকলেই। তবে এসবের পাশাপাশি



আরেকটি জিনিস যেটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেটি হল চারাগাছ বিতরণ। ঐতিহাসিক মতিঝিল পার্কে লালগোলার বিধায়ক মহম্মদ আলি

এই চারাগাছ বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। এরপরে সেখানে পিকনিক করতে আসা প্রায় ৫০০ মানুষের হাতে দেওয়া হয় মেহগনি ও গোলাপের চারা।

ট্রাস্টের সম্পাদক সঞ্জীব দাস বলেন, যথেচ্ছ নগরায়নের ফলে চতৰ্দিকে গাছ কাটা হচ্ছে, তাতে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, সে কারণে আমরা বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং পরিবেশের কথা মাথায় রেখে সমস্ত কর্মসূচিতে চারাগাছ বিতরণ করে মানুষের মধ্যে সচেতনতার বার্তা দিয়ে থাকি। তবে আজকে এখানে এরকম কর্মসূচির উদ্দেশ্য, রাজ্যের বহু মানুষকে আমরা একসঙ্গে এক জায়গায় পাব, ফলে আমাদের যে মূল বার্তা সেটি রাজ্যের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দিতে পারব।

#### অবৈধভাবে গাছকাটায় বিজেপি নেতার জরিমানা

সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম : বেআইনিভাবে নন্দীগ্রামে সরকারি জায়গার গাছ কেটে নেওয়ার অভিযোগে, শেষ পর্যন্ত পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা দিলেন অভিযুক্ত বিজেপি নেতা-কর্মীরা। বন দফতরের বাজকুল রেঞ্জ অফিসার চালান কেটে জরিমানা আদায় করেছেন। ওই ঘটনায় বিজেপি পরিচালিত ভেকুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ভীমকাঁটা গ্রামে ব্যাপক হইচই পড়ে গিয়েছে। বিজেপির কিসান মোর্চার জেলা কমিটির সদস্য স্বপন মণ্ডল ও স্থানীয় মণ্ডল ও বুথ কমিটির নেতারা দাঁড়িয়ে থেকে গাছ কাটান স্থানীয় মাতৃবৃদ্দ কমিটির উদ্যোগে পুজোর নাম করে। গ্রামবাসীরা বন দফতরের কাছে লিখিত অভিযোগ জানানোর পরই তৎপর হয় তারা। থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। ২০ জানুয়ারি ভেকুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ভীমকাঁটা গ্রামে ১৭টি বহু পুরনো আকাশমণি, ইউক্যালিপটাস ও বাবলা গাছ কেটে পাচার করে দেওয়া হয়। তৃণমূল সভাপতি কাঞ্চন দাস বলেন, গায়ের জারে সরকারি জায়গা থেকে গাছ কেটে নেওয়া যায় না। পঞ্চায়েত দখল করেই বিজেপি যাবতীয় অন্যায় কাজকর্ম শুরু করেছে। প্রতিবাদে আমাদের স্থানীয় অঞ্চল কমিটির সদস্য বন দফতরে অভিযোগ জানান। তার ভিত্তিতেই বন বিভাগ ওদের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করেছে।



মহেশতলায় বজবজ ট্রাঙ্ক রোডে লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল সাইকেল আরোহীর। জখম এক শিশুও। ঘাতক লরি ও লরি চালককে আটক করেছে পুলিশ



১০ জানুয়ারি ২০২৪ মঙ্গলবার

30 January, 2024 • Tuesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

# পর্যটকদের সুবিধার্থে, আড়াই কোটির বেশি খরচে

# নতুন সেতু তৈরি হচ্ছে বাঘমুন্ডিতে



ফিতে কেটে রাস্তার উদ্বোধন করছেন বিধায়ক সুশান্ত মাহাতো।

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : অযোধ্যা পর্যটনের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বলরামপুরবাঘমুন্ডি রাজ্য সড়কে বাঘমুন্ডি ঢোকার মুখে একটি সঙ্কীর্ণ সেতু নতুন করে
নিমানের কাজ গুরু হল সোমবার। পিডরুডি সড়ক বিভাগের দেওয়া ২ কোটি
৬৯ লক্ষের বেশি টাকায় নির্মীয়মাণ এই সেতুর নিমাণিকাজ সোমবার গুরু
করালেন বিধায়ক সুশান্ত মাহাতো। তিনি জানিয়েছেন, মন্ত্রী মলয় ঘটক ও
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে সেতুর নিমাণকাজ গুরু হল।
অযোধ্যার বিভিন্ন পর্যটনক্ষেত্রে যেতে আর মানুষের সমস্যা হবে না। অযোধ্যা
পাহাড় এলাকার মাঠাবুরু, ডাউরিখাল, লহরিয়া, লোয়ার ও আপার ড্যাম,
হিলটপ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে যাতায়াতে বলরামপুর বাঘমুন্ডি
রাস্তাটি অন্যতম ভরসা। বলরামপুরে ট্রেন থেকে নেমে অনেকে এই পথে
পাহাড়ে যাতায়াত করেন। বাঘমুন্ডির সামনেই সঙ্কীর্ণ, দুর্বল সেতুটি থাকায়
সমস্যায় পড়তেন সকলে। বিধায়ক বলেন, সেতুটি নতুন করে তৈরি করার
আবেদন জানানোর পর দ্রুত কাজ গুরু করা হচ্ছে। প্রমাণ হল, মুখ্যমন্ত্রী এই
এলাকায় পর্যটনকে কত বেশি গুরুত্ব দেন।

## শ্রমিক সংগঠনে সনাতন



নিৰ্মল বাংলা প্ৰকল্পে

■ গ্রামীণ এলাকার প্রতিটি পঞ্চায়েতে 'সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট' ব্যবস্থা চালু হচ্ছে, জানালেন মন্ত্রী বেচারাম মারা। সোমবার উলুবেড়িয়ার রবীন্দ্রভবনে মিশন নির্মল বাংলা প্রকল্পে। ছিলেন পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়, জেলাশাসক দীপপ্রিয়া পি, কাবেরি দাস, অজয়

#### জেলাশাসক দীপপ্রিয়া পি, কাবেরি দাস, অ ভট্টাচার্য প্রমুখ। দায়িত্বে নরেন্দ্রনাথ



■ আসানসোল মাইনস বোর্ড অফ হেল্থ-এর নতুন চেয়ারম্যান হল পাগুবেশ্বরের বিধায়ক তথা তৃণমূল জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। আজ তিনি দফতরে গিয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন জেলাশাসক উপস্থিতিতে। দফতরের অধিকারিকদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকও করলেন।

#### বর্ধমানে বিপত্তি

■ দুর্ঘটনার অপর নাম বর্ধমান স্টেশন।
স্টেশনের ঝুল বারান্দা ভেঙে পড়া, চলমান
সিড়িতে বিপত্তি, জলাধার ভেঙে মৃত্যুর পর
আবার বিপত্তি। সোমবার দুপুরে আরএমএস
অফিসের ইনস্পেক্টর রুমের ছাদ থেকে চাঙড়
খসে পড়ল। সেই সময় ঘরে কেউ না থাকায়
রক্ষা। ছাদের ওই অংশটি দীর্ঘদিন ধরে খারাপ
অবস্থায় ছিল।

সংবাদদাতা, ঘাটাল : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল সাংগঠনিক জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি কর হল খড়াপুর ২ নং ব্লকের যুব তৃণমূল সভাপতি সনাতন বেরাকে। জেলায় খুশির খবর। সনাতন বাড়বাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ছিলেন। এবারের পঞ্চায়েত নিবর্চিনে প্রধান হন। পাশাপাশি যুব তৃণমূল সভাপতি। আজ দলীয়ভাবে ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার আইএনটিটিইউসি সভাপতি করা হল তাঁকে। খড়াপুর ২ নং ব্লক সভাপতি তৃষিত মাইতির উপস্থিতিতে বোম্বে রোড সংলগ্ন দলীয় কার্যালয়ে যুবর কর্মীরা তাঁকে মালা পরিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

সনাতন বলেন আমাদের সর্বভারতীয় তৃণমূল



সনাতন বেরাকে বরণ করলেন নেতা-কর্মীরা।

সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাই এই দায়িত্ব দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ জানাই মন্ত্রী ডাঃ মানসরঞ্জন ভূঁইয়া ও অন্য নেতৃত্বকে। আমি দলের শ্রমিক সংগঠনের সবাইকে নিয়ে জেলায় কাজ কবব।

## উদ্ধার হল পাচার হওয়া দুই কিশোরী

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : রাজ্য পুলিশের বড় সাফল্য। পাচার হয়ে যাওয়া দুই স্কুলপড়ুয়া কিশোরীকে বিহারের চম্পারন থেকে উদ্ধার করল পুরুলিয়া জেলা পুলিশ। গ্রেফতার এক পাচারকারী। তার সঙ্গীদের ধরার চেষ্টা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন জেলা পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার পুলিশ সুপার জানান, ২ জানুয়ারি ওই দুই কিশোরী অভিমানে বাড়ি থেকে পালিয়ে ট্রেনে শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছয়। সেখানে তাদের উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে ফাঁদ পাতে রূপালি নামে এক মহিলা। ভাল কাজের টোপ দিয়ে সে এবং তার সঙ্গী কার্তিক মেয়ে দুটিকে নিয়ে ট্রেনে চাপে। বর্ধমানে তাদের সঙ্গী হয় কৃতি নামে আরেক মহিলা। তারা দুই কিশোরীকে চম্পারনে নিয়ে গিয়ে দেহব্যবসায় নামানোর জন্য চাপ দিতে থাকে। দুই কিশোরীর কাছে মোবাইল না থাকায় পুলিশ প্রথমে সূত্র পাচ্ছিল না। পরে বিশেষ সুত্রেখবর সংগ্রহ করে ওদের উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতার হয় রূপালি নামের এক মহিলাও।

## মাধ্যমিকের জন্য বাতিল কুম্ভ মেলা

সংবাদদাতা, হুগলি : মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য এবারেও অনুমতি মিলল না বাঁশবেরিয়ার কুম্ভ মেলার। মহকুমা শাসক স্মিতা সান্যাল শুক্লা, শিবপুর ক্লাব, বাঁশবেড়িয়া পুরসভা, কুম্ভ মেলা

কমিটি, পুলিশের প্রতিনিধি, দমকল, এবং স্বাস্থ্য বিভাগের প্রতিনিধিদের বিশিবের নিয়ে বৈঠক হয়। সিদ্ধান্ত হয়েছে, যেহেতু মেলার দিন ঠিক হয়েছে ১১ থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি আর ওই সময়েই চলবে মাধ্যমিক পরীক্ষা, তাই প্রশাসনের পক্ষ থেকে মেলার অনুমতি দেওয়া হলো না। এই প্রসঙ্গে, মহকুমা শাসক বলেন ত্রিবেনিতে গত দুবছর ধরে মেলা হচ্ছে, কিন্তু এই কুম্ভ মেলার

পূর্বের কোনও ইতিহাস মেলা কমিটি আমাদের দিতে পারিনি, উপরস্ক এই সময় মাধ্যমিক পরীক্ষা চলবে ,তার উপর যদি এখানে মেলা হলে প্রচন্ড জনসমাগম হবে, এবং এর ফলে ভিড় নিয়ন্ত্রণের সমস্যা দেখা দিতে পারে। এছাড়াও

শিবপুর স্পোর্টিং ক্লাবের পক্ষ থেকেও
তু মেলার বলা হয়েছে যে গত দু'বছর ধরে এখানে যে মেলা
আর ওই হচ্ছে সেই মেলার কোনও অনুমতি মেলা কমিটি
শাসনের আমাদের থেকে নেয়নি। মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে
না। এই আর বাঁশবেড়িয়ার ওই এলাকার বেশ কয়েকটি
নৈতে গত স্কুলে হবে তাই পরীক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে
স্ভ মেলার মেলার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না।



■ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের স্বয়ংসিদ্ধা ঋণ প্রদান করলেন মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা। আয়োজনে মেদিনীপুর পুরসভা। ছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সভাধিপতি প্রতিভা মাইতি, পুরপ্রধান সৌমেন খান প্রমুখ।



■ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় শিল্প আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং
শিল্পপতিদের জেলায় শিল্প স্থাপনের আরও বেশি করে এগিয়ে আসার
আহ্বান জানিয়ে আজ মেদিনীপুরে ১১তম জেলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেড ফেয়ারের
উদ্বোধন করলেন শিল্প ও বাণিজ্য এবং নারী শিশুকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী
ডাঃ শশী পাঁজা। বিদ্যাসাগর মেমোরিয়াল হলে। ছিলেন বিধায়ক দীনেন
রায়, জেলা পরিষদ সভাধিপতি প্রতিভা মাইতি, জেলা পুলিশ সুপার
ধৃতিমান সরকার, সুজয় হাজরা-সহ রাজ্যের বহু বিশিষ্ট উদ্যোগপতি।



পাত্রসায়ের প্রাক্তন কর্মী তথা ২০১০ সালের ২৯ জানুয়ারি সিপিএম হার্মাদ বাহিনীর হাতে নিহত হন প্রবীর পাল। তাঁর স্মরণে এক সভার আয়োজন করেছিল বিষ্ণুপুর জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেস। সভায় মূল বক্তা ছিলেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেস মুখপাত্র সমীর চক্রবর্তী। ছিলেন অভিনেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক তথা জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান অলক মখোপাধ্যায়, সব্রত দত্ত, সোমনাথ মখোপাধ্যায় প্রমখ।



■ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাখ্যায়ের অনুপ্রেরণায় রাজ্য তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ৪৫ দিনের জনসংযোগ কর্মসূচি 'চলো পাল্টাই' চলছে জেলায় জেলায়। সোমবার বিষ্ণুপুর শহর মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের মৌন মিছিলে পা মেলালেন কালো পোশাক পরে অসংখ্য মহিলা। মিছিলে ছিলেন বিধায়ক তন্ময় ঘোষ, পুরপ্রধান গৌতম গোস্বামী, দেবব্রত ঘোষ, রাখি গড়াই, সঞ্চিতা প্রামাণিক প্রমুখ।





जा(गावीप्रला मा मार्गि मानप्रव पटक पट्यान

অ্যাডভেঞ্চার করতে গিয়ে অকালে প্রাণ হারালেন ব্রিটিশ তরুণ ন্যাথি ওডিনসন। সবান্ধব থাইল্যান্ডের পাটায়ায় ঘুরতে গিয়ে আকাশ থেকে প্যারাসুটে ঝাঁপ দিয়ে তা লেন্সবন্দি করার শখ হয় তাঁর। গোপনে ২৯ তলা এক বিল্ডিং থেকে ঝাঁপ দিলেও প্যারাসুটটি যান্ত্রিক ক্রটির কারণে খোলেনি। ফলে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু

30 January, 2024 • Tuesday • Page 12 | Website - www.jagobangla.in

# বিজেপি রাজ্যে কলেজ শিক্ষককে ঘরবন্দি করে পোড়াল দুষ্কৃতীরা

প্রতিবেদন: রামরাজ্য গড়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন বিজেপি নেতারা। মোদি-যোগীর সেই রামরাজ্যের নমুনা আবার দেখালো উত্তরপ্রদেশ। কলেজ শিক্ষককে ঘরে আটকে জীবস্তু পোড়াল দৃষ্কৃতীরা।

এই অবস্থা ভয়াবহ বললেও কম বলা হয়। উত্তরপ্রদেশে আইনশৃঙ্খলার ভেঙে পড়া ছবিটা প্রকাশ্যে চলে এল আরও একবার। ৪৮ বছর বয়সি এক কলেজ শিক্ষককে ঘরে বন্দি করে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটল কানপুরের পানকি এলাকায়। ঘটনায় অসহায়ভাবে মৃত্যু হয়েছে ওই শিক্ষকের। নিষ্ঠুরতার এমন ভয়াবহ ঘটনার কথা প্রকাশ্যে আসার পর শিউরে উঠেছে গোটা দেশ। প্রশ্ন উঠছে, আর কত তলানিতে নামবে যোগীর শাসনে উত্তরপ্রদেশের আইনশৃঙ্খলা?

জানা গিয়েছে, মমান্তিক এই ঘটনা ঘটেছে গত রবিবার কানপুরের পাতরাসা গ্রামে। মৃত ওই শিক্ষকের নাম দয়ারাম। ঘটনার সময় দয়ারাম তাঁর ছোটভাই অনুজকে ফোন করে জানান সঞ্জীব এবং তার ভাইয়েরা তাঁকে

নীতীশের পাল্টির

পরই প্রতিহিংসা

প্রতিবেদন : রাজনৈতিক প্রতিহিংসার

নীতিতেই চলছে বিজেপি। পাল্টিবাজ

নীতীশ কুমার শিবির বদল করে

এনডিএ-র হাত শক্ত করতেই বিহারে

প্রধান বিরোধী দল আরজেডিকে

ব্যতিব্যস্ত করা শুরু করেছে কেন্দ্রের

শাসক দল। যথারীতি তাদের অস্ত্র

কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলি। সোমবার ইডির

সমন পেয়ে হাজিরা দেন বিহারের

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাষ্ট্রীয় জনতা

দলের সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদব।

জমির বিনিময়ে চাকরি মামলায়

সোমবাব সকালেই তলব কবা

হয়েছিল লালুকে। সেই সমন মেনেই

একটি ঘরে বন্দি করে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। বিষয়টি জানার পর অনুজ তড়িঘড়ি পুলিশে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে আসার পরও তালাবন্দি ঘর খুলতে বেশ কিছটা সময় লাগে। ততক্ষণে পুড়ে মৃত্যু হয় দয়ারামের।

## বিশৃঙ্খল উত্তরপ্রদেশ



ঘটনার তদণ্ডে নেমে সঞ্জীবকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।

ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে গিয়েছেন পুলিশের ডেপুটি কমিশনার বিজয় ধুল। তিনি জানান, ওই ঘর থেকে দঞ্চ মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় ৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছে মৃতের ভাই। তালিকায় রয়েছে মৃতের শ্যালিকা ও তাঁর পুরুষ বন্ধুও।

#### লোকসভার আগেই রাজ্যসভার নির্বাচনের দিন ঘোষণা

প্রতিবেদন: লোকসভা ভোটের আগেই দেশজুড়ে রাজ্যসভা ভোটের ঘোষণা করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। মেয়াদ শেষ হওয়ায় রাজ্যসভার ৫৬টি আসনে নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করা হল কমিশনের তরফে। বাংলা সহ দেশের ১৫টি

#### বাংলা-সহ দেশের ৫৬ আসনে ভোট ২৭ ফেব্রুয়ারি

রাজ্যে রাজ্যসভার সাংসদ নির্বাচনের জন্য হবে এই

২৭ ফেব্রুয়ারি রাজ্যসভার নিবর্চিনের দিন ঘোষণা করা হয়েছে কমিশনের তরফে। ২ এপ্রিল রাজ্যসভার ৫০ জন

সাংসদ ও ৩ এপ্রিল রাজ্যসভার ৬ সাংসদ অবসরগ্রহণ করছেন। এর মধ্যে বাংলার ৫ জন সাংসদও রয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, ছন্তিশগড়, গুজরাট, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, কণটিক, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গানা, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, ওড়িশা ও রাজস্থানে রাজ্যসভার আসনগুলির জন্য নির্বাচন হবে। বাংলার পাঁচ বিদায়ী সাংসদদের মধ্যে তৃণমূলের চার সাংসদ হলেন নাদিমূল হক, গুভাশিস চক্রবর্তী, শান্তনু সেন ও আবির বিশ্বাস। অন্যজন তৃণমূলের সমর্থনে জেতা কংগ্রেসের অভিষেক মন্ সাংভি। সংখ্যার নিরিখে তৃণমূলের ৪ প্রার্থীর জয় সুনিশ্চিত। আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে। মনোনয়ন জমা দেওয়া যাবে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ১৬ ফেব্রুয়ারি মনোনয়ন পরীক্ষা। মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষদিন ২০ ফেব্রুয়ারি। ২৭ ফেব্রুয়ারি ভোটগণনা ও ফলপ্রকাশ।

#### সিমির উপর নিষেধাজ্ঞা ফের বাডল

প্রতিবেদন: ইউএপিএ-র আওতায় সন্ত্রাসবাদী সংগঠন সিমি-র উপর নিষেধাজ্ঞা পাঁচ বছরের জন্য বাডাল কেন্দ্রীয় সরকার। সোমবার স্টুডেন্টস ইসলামিক মুভমেন্ট অফ ইভিয়ার (সিমি) উপর পাঁচ বছরের নিষেধাজ্ঞা বাডিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। বলা হয়েছে. সন্ত্রাসবাদের পথে শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিঘ্নিত করার জন্য এবং দেশের সার্বভৌমত্ব. নিরাপত্তা এবং অখণ্ডতাকে বিঘ্নিত করার কাজে জড়িত থাকার গুরুতর অভিযোগ রয়েছে সিমির বিরুদ্ধে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক নতুন নির্দেশিকা জারি করে নিষিদ্ধ সন্ত্রাসবাদী সংগঠন সিমি-র উপর নিষেধাজ্ঞা পাঁচ বছর বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বক্তব্য, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জিরো টলারেন্স নীতির কথা মাথায় রেখেই 'স্টুডেন্টস ইসলামিক মুভ্তমেন্ট অফ ইন্ডিয়া' (সিমি) পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য ইউএপিএ-এর অধীনে একটি বেআইনি সংগঠন হিসাবে গণ্য হবে।

প্রসঙ্গত গত বছর কেন্দ্রীয়
সরকার সুপ্রিম কোর্টে একটি
হলফনামা দাখিল করে সিমির
উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল।
কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া
হলফনামায় বলা হয়, সিমি
জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে।

কেন্দ্র সুপ্রিম কোর্টকে দেওয়া তাদের হলফনামায় আরও বলে, যে সংগঠনের উদ্দেশ্য ভারতে ইসলামিক শাসন প্রতিষ্ঠা করা, তাদের অস্তিত্বের অনুমতি দেওয়া যাবে না। কেন্দ্র তার হলফনামায় অভিযোগ করেছে যে সিমির উদ্দেশ্য দেশের আইনের বিরোধী, কারণ এই সংগঠনের লক্ষ্য হল ছাত্র ও যুবদের ইসলাম প্রচারের নামে জিহাদ সমর্থন করতে শেখানো।



৭৫তম সাধারণতন্ত্র দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হল সোমবার। বিটিং দ্য রিট্রিটের এই অনুষ্ঠানের সেরা আকর্ষণ সেনা বাহিনীর মিউজিক্যাল টিমের অপূর্ব সুরের মূর্ছনা। রাইসিনা হিলসের আকাশে সূর্য যখন অস্ত যখন অস্ত যাচ্ছে তখন সংসদ ভবন লাগোয়া বিজয়চকে সাধারণতন্ত্র দিবস উদযাপনের সমাপ্তি উপলক্ষে বেজে উঠল সমস্ত ভারতীয় গানের সুরের যুগলবন্দি। ভারতীয় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী, কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সঙ্গীতের ব্যাভগুলি বিশিষ্ট শ্রোতাদের সামনে ৩১টি চিত্তাকর্ষক ভারতীয় সুর বাজিয়ে মোহিত করল শ্রোতাদের। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটের সদস্যরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দেশের প্রধান বিচারপতি, তিন বাহিনীর প্রধান-সহ বহু বিশিষ্ট।

## মঙ্গলে সর্বদল বৈঠক, যোগ দেবে তৃণমূলও

#### বাজেট অধিবেশনের আগে

প্রতিবেদন: আসন্ন বাজেট অধিবেশনের আগে মঙ্গলবার রীতি মেনে সর্বদল বৈঠক ডাকল মোদি সরকার। কেন্দ্রের ডাকা সর্বদল বৈঠকে যোগ দেবে তৃণমূল কংগ্রেস। প্রতিবারই সংসদের অধিবেশন শুরুর আগে সব দলের নেতাদের সঙ্গে সংসদের আলোচ্য বিষয় নিয়ে বৈঠক ডাকে কেন্দ্রীয় সরকার। এবার তৃণমূলের তরফে উপস্থিত থাকবেন লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যসভার মুখ্যসচেতক সুখেন্দুশেখর রায়।

এবারের বাজেট অধিবেশনে তৃণমূলের মূল অ্যাজেন্ডা-বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা। রাজ্যবাসীর প্রাপ্য টাকা আটকে রাখা। পাশাপাশি, এই মুহূর্তে দেশে বছ জ্বলন্ড সমস্যা রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই মনরেগা, আবাসনথেকে মিড ডে মিল, প্রাম সড়ক যোজনার মতো প্রকল্পগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার বকেয়া প্রাপ্য টাকা আটকে রেখেছে। দিল্লি গিয়ে আন্দোলন করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বাংলার দাবি নিয়ে বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের বকেয়া নিয়ে ইতিমধ্যেই দিল্লিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের আমলাদের একটি বৈঠকও হয়েছে। গত শীতকালীন অধিবেশনেও বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছিল তৃণমূল। শেষ অধিবেশনেও বাংলার বঞ্চনা নিয়েই আলোচনাকে প্রাধান্য দিতে চায় দল।

ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, বাংলায় কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও জোট হচ্ছে না। যদিও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিজেপি বিরোধিতার স্বার্থে বিরোধী সমন্বয় অক্ষুন্ন থাকার কথা বলেছেন তিনি। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় আগামী অধিবেশনে বিরোধীদের কক্ষ সমন্বয় প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, বাজেট অধিবেশনে তো প্রথমদিন রাষ্ট্রপতির ভাষণ, পরদিন ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশ হবে। তারপর আসবে কক্ষ সমন্বয়ের বিষয়টি। ফলে সেই সময় পরিস্থিতি যেমন থাকবে সেই মতো সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কক্ষ সমন্বয় না হওয়ার কোনও কারণ তো দেখছি না!

#### ইডি দফতরে হাজিরা লালুর নায় ইডি দফতরে হাজিরা দে

প্রবীণ নেতা। তবে এদিন লালকে ইডি আধিকারিকরা জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় দফতরের বাইরে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন আরজেডি কর্মী-সমর্থকরা। গত ১৯ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা লালুপ্রসাদ যাদব ও তাঁর ছেলে তেজস্বী যাদবকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সমন পাঠিয়েছিল। পাটনায় রাবড়ি দেবীর বাড়িতে গিয়ে সেই সমন দিয়ে আসেন সংস্থার আধিকারিকরা। ইডির তরফে দেওয়া সমনে ২৯ ও ৩০ জানুয়ারি লালুপ্রসাদ ও তেজস্বীকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল। সেইমতোই সোমবার সকালে ইডির দফতরে পৌঁছন লালু।

প্রতিবেদন : লোকসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, অবিজেপি রাজ্যগুলিতে ততই সক্রিয় হয়ে উঠেছে এজেন্সি রাজনীতি। সেই ধারা অব্যাহত রেখে এবার ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ড সোরেনের বাড়িতে সদলবলে

হাজির হল এনফোর্সমেন্ট

ডিরেক্টরেট। সোমবার সকালে হেমন্ডের দিল্লির বাড়িতে উপস্থিত হন ইডি আধিকারিকরা। বর্তমানে দিল্লিতেই রয়েছেন শিবু সোরেনের পুত্র হেমন্ড। গত ২০ জানুয়ারি রাঁচিতে হেমন্ডের সরকারি বাসভবনে হানা দেয় ইডি। প্রায় সাত ঘণ্টা তল্লাশি চালানোর পর



অর্থ তছরুপ প্রতিরোধ আইনে (পিএমএলএ) তাঁর বয়ান নথিভুক্ত

করা হয়। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছিল, বেশ কিছু প্রশ্নের জবাব না মেলায় হেমন্তকে ফের সমন পাঠানো হবে। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা আর্থিক তছরুপের অভিযোগ অবশ্য উড়িয়ে দিয়েছেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি দাবি করেন, নিবাচিত সরকারকে ফেলে দিয়ে রাজ্যে অস্থিরতা

বাডিতে সদলবলে ইডি

তৈরি করতেই কেন্দ্রীয়
তদন্তকারী সংস্থাকে অনৈতিকভাবে
ব্যবহার করছে বিজেপি।
বিরোধীদের তরফেও অভিযোগ
করা হয়েছে, লোকসভা ভোটের
আগে এজেন্সি রাজনীতি করে
বিরোধী শিবিরকে দুর্বল করতে
চেষ্টা চালাচ্ছে গেরুয়া শিবির।



মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যামিউন্ডসেন-স্কট সাউথ পোল স্টেশনটি স্থাপিত হয় ১৯৫৬ সালে। গবেষক এবং অন্যান্য-সহ এখানকার লোকসংখ্যা খুব বেশি হলে ১৫০। প্রায় প্রতিবছরই শীতকালে অতিরিক্ত ঠান্ডায় এখানে কারও না কারও মৃত্যু ঘটে



30 January, 2024 • Tuesday • Page 13 | Website - www.jagobangla.in





# राएं रिप्त

মাঘের শীত এ-বছর বাঘ-ভল্লুক সবার গায়। কনকনে ঠান্ডা হাওয়ার সঙ্গে সুগ্রীব–দোসর বৃষ্টি। হাত-পা অসাড়। লেগেছে হাড়ে হিম। প্রবল শীতে কাতর আট থেকে আশি। জানেন কি বিশ্বের এমন কিছু জায়গা রয়েছে, শীতকালে যেগুলির তাপমাত্রা ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারে এমন ঠান্ডাকেও? বিশ্বজুড়ে তেমন কিছু জায়গার সন্ধান দিলেন

#### শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী



বছেন এ কী ঠান্ডা! এমন শীত বংহন এ ফাতা: ন . . . . কন্মিনকালেও দেখেননি! হাত-পা পেটে ভিতর সেঁধিয়ে যাচ্ছে। কাজ করা তো দূরস্থান লেপ-কম্বল থেকে বেরতে যেন মন চাইছে না। আবার অনেকেই ভাবছেন, এ আর এমন কী ঠান্ডা! এর চেয়ে বেশি ঠান্ডা উপেক্ষা করে ছুটেছেন সিকিম, লেহ, লাদাখ, কাশ্মীর, হিমাচলপ্রদেশ। শীতবিলাসিতায় মজেছেন। জানেন কি বিশ্বে রয়েছে এমন কিছু স্থান রয়েছে যেখানে তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রির উপরেই ওঠে না। ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারে আপনার পছন্দের শীতবিলাসের জায়গাগুলো। সেসব স্থানে মানুষের বাস হাতে গোনা। পর্যটকেরা এক্সপিডিশনের সাহস বিশেষ দেখান না। সেখানে শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিকরা গবেষণা চালান। সাধারণ শীতপোশাকে যেখানে বেঁচে থাকা অসম্ভব।

#### পূর্ব আন্টার্কটিকার মালভমি

এই মুহূর্তে পৃথিবীর শীতলতম স্থান পূর্ব অ্যান্টার্কটিকার মালভূমি। উপগ্রহের তথ্য অনুযায়ী ওখানকার তাপমাত্রা মাইনাস ৯৩ ডিপ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত নেমে গিয়েছিল। অ্যান্টার্কটিকা বরফের চাদরে ঢাকা থাকে সারা বছর। তবে জিওফিজিক্যাল রিসার্চ লেটারস-এর জার্নাল প্রকাশিত তথ্য মতে, তাপমাত্রা আরও নিচেও নেমে যায় কখনও কখনও।

যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব কলোরাডো-বোল্ডারের ন্যাশনাল স্নো অ্যান্ড আইস ডেটা সেন্টারের গবেষক টেড স্ক্যাম্বোসের মতে, 'ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা সম্ভবত এর চেয়ে কম হওয়া সম্ভব না।'

যদিও অতীতে এটা শীতলতম স্থান ছিল না। ২০১০ সালে অ্যান্টার্কটিকার ভস্তক রিসার্চ স্টেশন ছিল সবচেয়ে শীতলতম স্থান। এটি অ্যান্টার্কটিকার ভৌগোলিক দক্ষিণ মেরু থেকে ১ হাজার ৩০১ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এখানকার তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল মাইনাস ৮৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে তাপমাত্রা এত কম হলে কী হবে, সূর্য কিন্তু এখানে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে তার আলো বিচ্ছুরণ করে। ডিসেম্বর মাসে ভস্তক রিসার্চ স্টেশনের আকাশে টানা ২২ ঘণ্টা সূর্যকে দেখা যায়। ১৯৫৭ সালে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র এই রিসার্চ স্টেশনটি স্থাপন করে। এই স্থানে বরফে চাপা-পড়া একটি হ্রদ আবিষ্কার করেছেন বৈজ্ঞানিকরা। হ্রদের নাম লেক ভস্তক। এখানে এক মাইক্রোব্স এবং মাল্টিসেলুলার অগানিজমের বাস্তুতন্ত্র আবিষ্কার করেছেন গবেষকরা। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এখন পূর্ব অ্যান্টার্কটিকার মালভূমির তাপমাত্রা ভস্তকের চেয়ে আরও কমে গেছে।

#### ভার্খোয়ানস্ক

রাশিয়াকে বিশ্বের শীতলতম দেশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রতি বছর কমপক্ষে চার মাস এখানে তুষারপাত-সহ বৃষ্টি হয়। এই কারণে এখানকার স্বাভাবিক তাপমাত্রা -২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যেখানে গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা খুব বেশি হলে ৮ ডিগ্রি পর্যন্ত যেতে পারে। রাশিয়ার ভার্খোয়ানস্ক. ওয়ম্যাকনের মতো রাশিয়ার শহরগুলো ঠান্ডার সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। বিশ্বের এক আজব শহর ভাখেরািনস্ক। উত্তর মেরুর অন্যতম শীতলতম স্থান এটি। সাইবেরিয়ান হাই নামের শীতল বাতাস এখানকার শীতলতম জলবায়ুর জন্য দায়ী। ১৮৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এখানকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল -৬৯.৮ ডিগ্রি। শীতকালে বছরের অন্যান্য সময়ও তাপমাত্রা মারাত্মক কম থাকে। অথচ গ্রীষ্মকালে শহরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ ডিগ্রিরও বেশি হয়ে যায়। শীত এবং গ্রীম্মের তাপমাত্রার মধ্যে

এতটা তফাত বিশ্বের আর কোনও অঞ্চলে দেখা যায় না। সে-কারণে এখানে লোকসংখ্যা অনেক কম। আর্কটিক অঞ্চলে অবস্থিত এই শহরে খুব বেশি হলে এক হাজার মানুষ বসবাস করেন। ১৯৩৩ ওয়ম্যাকনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল –৬৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সাধারণত এখানকার তাপমাত্রা –৫৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে থাকে।

#### ডোম অর্গাস

আন্টার্কটিকার ডোম অগসি হল আন্টার্কটিক মালভূমির সবেচ্চি বরফের গম্বুজ। একে পৃথিবীর শীতলতম স্থান বলে মনে করা হয়। ২০০৫ সালের জুলাই মাসে ডোম অগাসের তাপমাত্রা নেমে গিয়েছিল -৮২.৫ সেলসিয়াস। ওই বছরই গবেষকরা এই স্থানটিকে বিশ্বের অন্যতম শীতলতম স্থান বলে ঘোষণা করেন। বর্তমানের শীতলতম স্থান ডোম ফুজির খুব কাছেই অবস্থিত এই স্থান। পূর্ব আন্টার্কটিকা অঞ্চলের যে স্থানগুলিতে তাপমাত্রা -৯০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নেমে যেতে পারে ২০১৮ সালে সেগুলি শনাক্ত করেন কোলোরোডো বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক। তাঁদের গবেষণা অনুযায়ী হিম চাদরগুলির সর্বোচ্চ অংশে (৩,৮০০ থেকে ৪,০৫০ মিটার) অগভীর নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে ডোম অগর্গির রয়েছে প্রথম সারিতে।

#### ক্লিঙ্ক রিসার্চ স্টেশন, নর্থ আইস গ্রিনল্যান্ড

বিশ্বের সবচেয়ে বড দ্বীপ গ্রিনল্যান্ড যা একটি বিশাল বড় হিম চাদর। বিজ্ঞানীরা বছরের পর বছর ধরে গ্রিনল্যান্ডের বরফের স্তর নিয়ে গবেষণা করছেন এবং তাঁরা সম্প্রতি নেচার জার্নালে তাঁদের গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেছেন। এখানকার লোকসংখ্যা বেশ কম। এখানেই আছে ক্লিঙ্ক রিসার্চ স্টেশন। ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে এখানকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল -৬৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এবং এটিই সেখানকার নিম্নতম তাপমাত্রা। উত্তর মেরু অঞ্চলের চরমতম আবহাওয়া এখানেই বিরাজমান। গ্রিনল্যান্ডের আরও একটি গ্রাম নর্থ আইস যার তাপমাত্রা শীতকালে পৌঁছয় -৬৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। একসময় এই গ্রামটি গবেষণার জন্য

ব্রিটিশদের নর্থ প্রিনল্যান্ড অভিযানের সময় এখানে একটি গবেষণাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা হয়। বিজ্ঞানীদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সেখানে পৌঁছানোর জন্য প্রথমে সামরিক বাহিনীর বিমান ব্যবহার করা হয়। কিন্তু কোনও কারণে বিমান বিধ্বস্ত হলে ব্রিটিশ সরকার আর ঝুঁকি নিতে চায়নি। পরে কুকুরের সাহায্যে স্লেজ বানিয়ে সরঞ্জাম পৌঁছানো হয়েছিল সেখানে। ১৯৫৪ সালে ওই বছর এটাই ছিল উত্তর মেরুর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। এখানে জিওলজি,

ব্যবহার করা হত। ১৯৫২ সালে

তাপমাত্রা। এখানে জিওলজি, সিসমোলজি, ফিশিওলজি এবং গ্র্যাসিওলজির গবেষণা চলে। কিন্তু আজ এই জায়গাটিতে এতই ঠান্ডা যে কেউ এখানে থাকতে চায় না।

#### স্নাগ, ইউকোন কানাডা

কানাডার ইউকোন ভ্যালির আকার দেখতে যেন ঠিক একটা বাটির মতো। আর স্নাগ ইউকোনের একটি ছোট তুবার প্রাম। ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এখানকার তাপমাত্রা সবচেয়ে নিচে নেমেছিল। সেই বছর এখানকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল -৬২.৭ ডিপ্রি সেলসিয়াস। তাপমাত্রা এতটাই কমে গিয়েছিল যে বাতাসে অক্সিজেনের অভাব দেখা দেয়। ফলে স্নাগ প্রামের বহু বাসিন্দা ঠান্ডার চোটে জ্ঞান হারান। বাতাস এতই ভারী যে বাইরের লোক এখানে এসে এই তাপমাত্রার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেন না। এখানে এলে ভয়ানক শ্বাসকষ্টে ভুগতে শুরু করেন। বরফে মোড়া ফাঁকা গ্রামে ফিসফিসিয়ে কথা বললেও প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

বিশ্বের অপার বিস্ময়ের কোনও শেষ নেই। লেপ-কম্বল আর চাদরের বাইরে এক সুবিশাল হাড় হিম-করা শীতভুবন রয়েছে। যা আমাদের চিন্তাচেতনার দূরের বস্তু। সেইসব শীতলতম স্থানকে কুরনিশ।







ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে লোনে এফসি গোয়ায় যাচ্ছেন বোরহা হেরেরা

30 January, 2024 • Tuesday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

# উন্মাদনায় ফিরল আসিয়ানের স্মৃতি

চিত্তরঞ্জন খাঁড়া

অপেক্ষা বোধহয় একেই বলে! এক যুগ পর সর্বভারতীয় ট্রফি জিতে তিলোত্তমায় ফিরেছে ইস্টবেঙ্গল। সোমবার মহানগরীর আকাশ-বাতাস লাল-হলুদময়। সুপার কাপ জয়ের জন্য ইস্টবেঙ্গলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মখ্যমন্ত্ৰী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। কোচ এবং ফুটবলারদের নিয়ে সুপার কাপ জয়ী ইস্টবেঙ্গলের বিমান কলকাতা বিমানবন্দরে নামে দুপুর তিনটে পঁয়তাল্লিশ নাগাদ। প্রবল দর্শক উন্মাদনা ও জনজোয়ারের কারণে বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে বাসে ওঠার রাস্তাই ছিল না। প্রায় হাজার সাতেক সমর্থক তাঁদের নায়কদের বরণ করতে বিমানবন্দরে হাজির হয়েছিলেন। ক্লেটন সিলভাদের বেরোতে সময় লাগে এক ঘণ্টারও বেশি সময়। পুলিশি নিরাপত্তা বাড়িয়ে কার্লেস কুয়াদ্রাতদের বিমানবন্দরের বাইরে এনে টিম বাসে তোলা হয়। ক্লেটন, জেভিয়ার সিভেরিও, সাউল ক্রেসপোদের দেখে স্লোগান উঠল, 'হাতে মশাল বুকে বারুদ, আমরা হলাম লাল-হলুদ', ১০০ বছর ধরে মাঠ কাঁপাচ্ছে যে দল, লাল-হলুদ ঝড়ের নাম ইস্টবেঙ্গল'। বিমানবন্দর চত্তর তখন যেন লাল-হলুদ সমুদ্র। ২১ বছর আগে ইস্টবেঙ্গল জাকার্তা থেকে আসিয়ান কাপ জিতে ফেরার পর বাইচুং ভুটিয়া, মাইক ওকোরোদের নিয়ে এমনই আবেগের বিস্ফোরণ দেখেছিল শহর।

ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের বাইকবাহিনী কুয়াদ্রাতদের নিয়ে এগিয়ে চলা টিম বাসের পাশে থেকে এগিয়ে যায়। রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে সমর্থকরা বাসে থাকা কুয়াদ্রাত, ক্লেটনদের ছবি মুঠোফোনে তুলে রাখেন। ইস্টবেঙ্গল টিম বাসের গন্তব্য ছিল ক্লাব তাঁবু। সেখানেই চ্যাম্পিয়নদের বরণ করার জন্য আয়োজন ছিল। দীর্ঘ ১২ বছর পর ট্রফি জয়, প্রথা মেনে



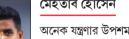
সুপার কাপ জয়ের উৎসব ইস্টবেঙ্গল মাঠে। উড়ল লাল-হলুদ আবির, জ্বলল রংমশাল। <mark>ছবিগুলি তোলা</mark> সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ফুটবলারদের দিয়েই ক্লাব লনে পতাকা উত্তোলনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু জনস্রোত সামলে সন্ধ্যার আগে ক্লাবে পৌঁছতে পারেনি লাল-হলুদের টিম বাস। তাই প্রাক্তন ফুটবলার ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়, অলোক মুখোপাধ্যায়দের নিয়ে পতাকা উত্তোলন করেন ক্লাব সচিব কল্যাণ মজুমদার।

আসল সেলিব্রেশনটা হল অবশ্য মাঠে। জনস্রোত ও যানজটে বিমানবন্দর থেকে কুয়াদ্রাত, ক্লেটনদের লেসলি ক্লডিয়াস সরণির ক্লাবে পৌঁছতে সময় লেগে যায় তিন ঘণ্টারও বেশি সময়। অপেক্লায় থাকা সমর্থকরা গ্যালারি ভরিয়েছিলেন। রাত আটটার সময় টুফি নিয়ে মাঠে আসেন ক্লাবের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার। তারপর কোচ, ফুটবলাররা। উচ্ছাস, আবেগের টেউ ওঠে গ্যালারিতে। উড়ল লাল-হলুদ আবির। জ্বলল রংমশাল। স্লোগান, ব্যাভ, আতশবাজিতে মুখরিত

ইস্টবেঙ্গল তাঁব। কোচ কুয়াদ্রাতকে নিয়ে কেক কাটলেন সুপার কাপ জয়ের নায়ক ক্লেটন। সেই সময় সমর্থকরা মাঠে ঢুকে পড়েন। আনন্দে তাঁরা মাঠেই শুয়ে পড়েন। কোচ, ফুটবলারদের জড়িয়ে ধরে ভালবাসায় ভরিয়ে দেন। ভক্তদের কাছ থেকে ফুটবলারদের উদ্ধার করে ক্লাব তাঁবুতে নিয়ে যান কর্তারা। ক্লেটন বলেন, ''সমর্থকদের জন্য আরও ট্রফি জিততে চান ইস্টবেঙ্গলের জন্য।'' ক্লাবের ইনভেস্টর কর্তারাও তাঁদের প্রথম ট্রফি জয় উপভোগ করেন। তাঁরা জানিয়ে দেন, ইস্টবেঙ্গলের উন্নতিতে তাঁরা দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে ক্লাবের সঙ্গে থাকবেন। সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর দলের ছেলেদের দু'দিনের ছুটি দিয়েছেন। ক্লেটন, হিজাজি, ক্রেসপোরা অবশ্য কোচের সঙ্গেই কলকাতায় ফেরেন।

## আইএসএলে প্রথম তিনে দেখতে পাব ক্লেটনদের



ইস্টবেঙ্গলের সুপার কাপ জয়। ১২ বছর অনেকটা সময়। আমরাই শেষবার ক্লাবকে ট্রফি দিয়েছিলাম। শিলিগুড়িতে ডেম্পোর বিরুদ্ধে ফেডারেশন কাপ ফাইনালে আমি ম্যাচের সেরা হয়েছিলাম। অবাক লাগে ইস্টবেঙ্গলের মতো ক্লাব ২০১২ সালের পর সর্বভারতীয় ট্রফি জিততে পারেনি। আমার প্রিয় ক্লাব যে ট্রফি জয়ের শাপমুক্তি ঘটাতে পারল, তার জন্য কৃতিত্ব দেব কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাতকে। উনি বেঙ্গালুরু এফসি–র কোচ হিসেবে কী করেছেন, আমরা সবাই জানি। এত

করেছেন, আমরা সবাই জানি। এত বিচক্ষণ, কুশলী কোচ ভারতে খুব একটা আসেনি। প্রায় ভাঙা একটা দলকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন শুধু ফুটবলারদের মধ্যে বিশ্বাস ফিরিয়ে এনে। টিম স্পিরিট বলে একটা কথা আছে। সেখানে এই বিশ্বাস, লড়াকু মানসিকতাই আসল। গত কয়েকটা

মরশুমে এটাই ছিল না দলের মধ্যে। ওড়িশার বিরুদ্ধে ১২০ মিনিটের কঠিন লড়াই জিততে যে পরিশ্রম করেছে ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা, সেটা বিশ্বাসের জন্যই সম্ভব হয়েছে। আমাদের সময়ে ট্রেভর মর্গ্যান ঠিক এই কাজটাই করেছিলেন। কোচের সঙ্গে ফুটবলারদের সম্পর্কটা ভাল থাকা চাই। একটা বড় দলের খারাপ সময় দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে পারে না। পৃথিবী ঘোরে, তাই আঁধার পেরিয়ে আলোর রেখা দেখা দেবেই। আমার মনে হয়, ইস্টবেঙ্গল এবার শুধুই উঠবে। মোহনবাগান গত কয়েক বছর ধরে আধিপত্য দেখিয়েছে। এবার কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের পালা। সুপার কাপ জয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়ে আইএসএলে আরও ভাল খেলবে ক্লেটন সিলভা, নন্দকমাররা। চ্যাম্পিয়ন হতে পারবে কি না জানি না, তবে আমার বিশ্বাস আইএসএলে প্রথম তিনে থাকবে ইস্টবেঙ্গল। কুয়াদ্রাত মরশুমের শুরুতে যখন ইস্টবেঙ্গলের কোচ হয়ে এলেন, তখন আমি বলেছিলাম এবার গোল কম খাবে দল। কারণ, কুয়াদ্রাত সবার আগে রক্ষণ সংগঠনে জোর দেন। সেটা আমরা বেঙ্গালুরুতে দেখেছি। এখানেও দেখলাম, নিজে জর্ডনে গিয়ে

হিজাজি মাহেরের মতো প্লেয়ারকে খুঁজে নিয়ে এসে কীভাবে দলের

সঙ্গে সেট করিয়ে দিলেন।

#### এমপি কাপ

■ প্রতিবেদন : আগামী মরশুমে
নিধারিত সময়েই হবে ডায়মন্ড
হারবার এমপি কাপ। গত চার
বছর এমপি কাপের সাফল্য ছিল
নজরকাড়া। কিন্তু এবার টুর্নামেন্ট
হয়নি। সাংসদ অভিষেক
বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার বলেছেন,
''এবার এমপি কাপ আয়োজন
করা সম্ভব হয়নি। কারণ, কর্মী
এবং স্বেচ্ছাসেবীরা 'প্রদ্ধার্ঘ'
প্রকল্পের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তবে
পরের বার এমপি কাপ নিধারিত
সময়েই হবে।''

#### রোহিতের পাঁচ

■ প্রতিবেদন : অনুধর্ব-২৩ সি কে
নাইডু ট্রফিতে বিহারের বিরুদ্ধে
বল হাতে দারুণ পারফরম্যান্স
করলেন বাংলার রোহিত কুমার।
৪৯ রানে পাঁচ উইকেট নিয়ে
১৮০ রানে তিনি থামালেন
বিহারের প্রথম ইনিংস।
রোহিতের পাশাপাশি বৈভব
যাদব এবং দেবপ্রতিম হালদার
জোড়া উইকেট নিয়েছেন। দ্বিতীয়
দিনের শেষে বাংলার স্কোর
৩১/১। বাংলা এগিয়ে ১১২
রানে। প্রথম ইনিংসে বাংলা
তুলেছিল ২৬১ রান।

# এবার ডার্বিতে চোখ কুয়াদ্রাতের



ইস্টবেঙ্গল মাঠে কেক কাটছেন কুয়াদ্রাত।

প্রতিবেদন: দীর্ঘ ১২ বছরের খরা কাটিয়ে ফের কোনও জাতীয় স্তরের ট্রফি ঢুকেছে লাল-হলুদ তাঁবুতে। উচ্ছাসে ভাসছেন অগণিত ইস্টবেঙ্গল সমর্থক।কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত, অধিনায়ক ক্লেটন সিলভাদের নিয়ে অবেগের বিস্ফোরণ ঘটেছে সোমবার দমদম বিমানবন্দরে।

যদিও এহেন উৎসবের আবহেও কুয়াদ্রাতের মাথায় ঘুরছে আসন ডার্বি ম্যাচ। শনিবার মোহনবাগান ম্যাচ দিয়েই আইএসএলের দ্বিতীয় পর্বের অভিযান শুরু করবে ইস্টবেঙ্গল। সুপার কাপের গ্রুপ পর্বে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়েছিল লাল-হলুদ। কুয়াদ্রাত অবশ্য বলছেন, ''ডার্বির আগে এক সপ্তাহও সময় পাব না। মাত্র পাঁচ দিনে দলকে তৈরি করতে হবে। কাজটা খুব কঠিন।'' চলতি মরশুমে তিনবারের সাক্ষাতে দু'বারই মোহনবাগানকে হারিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। যদিও



ফুটবলারদের অপেক্ষায় সমর্থকরা। সোমবার বিমানবন্দরে এমনই জনপ্লাবন।

কুয়াদ্রাতের বক্তব্য, ''ডার্বি জেতা মোটেই সহজ হবে না। হাতে সময় খুব কম। তবে আশা করব, সেদিনও সমর্থকরা মাঠ ভরিয়ে দেবেন। আমার ফুটবলাররা নিজেদের সেরাটাই দেবে।''

লাল-হলুদের কোচ হিসাবে সুপার কাপ জয়কে

বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছেন কুয়াদ্রাত। তিনি বলছেন, ''আমার কোচিং কেরিয়ারের অন্যতম সেরা সাফল্য। এই

আমার কোচিং কোরয়ারের
অন্যতম সেরা সাফল্য। এই সাফল্যের পিছনে
সমর্থকদের আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। ওড়িশা
এফসির মতো শক্তিশালী দলকে হারিয়ে ট্রফি
জেতা বাড়তি তৃপ্তি দিছে। সবথেকে বড় কথা,
এর ফলে আমরা এশিয়ান চ্যাম্পিয়ল লিগ-টু
খেলতে পারব। কোনও সন্দেহ নেই, সুপার
কাপের সাফল্য ডার্বিতে আমার ফুটবলারদের
বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাবে।"

এদিকে, ক্লাবকে সুপার কাপ জিতিয়েই

ইস্টবেঙ্গল ছাড়ছেন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার বোরহা হেরেরা। তাঁকে লোনে নিচ্ছে এফসি গোয়া। বোরহার পরিবর্ত হিসাবে লাল-হলুদে যোগ দিতে চলেছেন ভিক্টর ভাসকোয়েজ। ৩৬ বছর বয়সি এই স্প্যানিশ প্লে-মেকারের বায়োডেটা রীতিমতো

ঝকঝকে। বার্সেলোনার

আ্যাকাডেমি লা মাসিয়ায়
লিওনেল মেসি, আল্রেস
ইনিয়েস্তাদের সতীর্থ ছিলেন ভিক্টর। বার্সেলোনা
সিনিয়র দলেও হয়েও গোটা তিনেক ম্যাচ
খেলেছেন। তবে তিনি সবথেকে বেশি সাফল্য
পেয়েছেন মেজর লিগ সকারে। মার্কিন লিগে এলএ

খেলেছেন। তবে তিনি সবথেকে বেশি সাফল্য পেয়েছেন মেজর লিগ সকারে। মার্কিন লিগে এলএ গ্যারাক্সি, টরন্টো এফসির মতো ক্লাব চুটিয়ে খেলেছেন। ক্লাব সূত্রের খবর, খুব দ্রুতই ভিক্টর কলকাতায় চলে আসবেন। তবে চোটের কারণে আরেক বিদেশি ইয়াগো ফালকের কলকাতায় আসা সম্ভব হচ্ছে না।







৩০ জানুয়ারি \$0\$8 মঙ্গলবার

30 January, 2024 • Tuesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

#### কামিন্সের প্রশংসা

নয়াদিল্লি : বিরাট কোহলি ও রবীন্দ্র জাদেজার প্রশংসা করে প্যাট কামিন্স বললেন, ওরা সুপার কনস্টিটেন্ট। আইসিসিকে অস্টেলিয়ার



অধিনায়ক আরও বলেছেন, এই দুই ক্রিকেটার কঠিন পরিস্থিতি থেকে দলকে বের করে আনেন ও জেতান। যেভাবেই হোক না কেন, বিরাট ও জাদেজা ঠিক রাস্তা বের করে নেবে। কামিন্স নিজে পুরুষ বিভাগে আইসিসির বর্ষসেরা ক্রিকেটার হয়েছেন যা তাঁর মতে বিশাল সম্মান। তিনি মনে করেন এই সাফল্যের পিছনে সতীর্থদেরও ভূমিকা রয়েছে।

#### পিএসজির ড্র



গোল পেলেন না কিলিয়ান এমবাপে। আটকে গেল পিএসজিও। ফরাসি লিগে ব্রিস্টের সঙ্গে ২<sup>.</sup> ২ ড্র করেছে পিএসজি। ঘরের

মাঠে মাকে আসেনসিওব গোলে এগিয়ে গিয়েছিল পিএসজি। বিরতির ঠিক আগে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন কোলো মুয়ানি। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর দশ মিনিটের মধ্যেই মাহদি কামারার গোলে ব্যবধান কমায় ব্রিস্ট। এরপর ৮০ মিনিটে ২-২ করে দেন মাথিয়াস পেরেইরা লাগে। গোটা ম্যাচে একবারের জন্য দাগ কাটতে পারেননি এমবাপে। উল্টে মাথা গরম করে হলুদ কার্ড দেখেন। খেলার ইঞ্জুরি টাইমে লাল কার্ড দেখেন পিএসজির ব্রেডলি বারকোলা। তবে ড্র করলেও, ১৯ ম্যাচে ৪৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগের শীর্ষে রইল পিএসজি।

#### দিব্যাংশের নজির

নয়াদিল্লি : বিশ্ব শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে নজির গড়লেন ভারতীয় শুটার দিব্যাংশ সিং পানোয়ার। ১০ মিটার এয়ার রাইফেল বিভাগে সোনা জেতার পাশাপাশি পয়েন্টের নিরিখে বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন দিব্যাংশ। প্রসঙ্গত, এই রেকর্ড আগে ছিল চিনা শুটার শেং লি হাওয়ের। ২৫৩.৩ পয়েন্ট স্কোর করে এশিয়ান গেমসে সোনা জিতে এই নজির গড়েছিলেন তিনি। কায়রোতে আয়োজিত বিশ্ব শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে ২৫৩.৭ পয়েন্ট স্কোর করে সেই রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন দিব্যাংশ। তাঁর বক্তব্য, ''সোনা জেতার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। তবে বিশ্বরেকর্ড গড়ব, ভাবিনি। এশিয়ান গেমসে ফাল ফল করতে পারিনি। তাই নিজেকে অনুশীলনে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম। তারই পুরস্কার পেলাম। এখন লক্ষ্য প্যারিস অলিম্পিক।"

# ডেভিস কাপ দলকে ষ্ট্র প্রধানের নিরাপত্তা



পাকিস্তানে টোনস দল

ইসলামাবাদ স্পোর্টস কমপ্লেক্সে যুকি ভাম্বরি-সহ ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়রা। সোমবার।

ইসলামাবাদ, ২৯ জানুয়ারি : প্রত্যেক সকালে বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড ইসলামাবাদ স্পোর্ট কমপ্লেক্স স্যানিটাইজ করবে। এখানেই হবে ভারত-পাকিস্তান ডেভিস কাপ ম্যাচ। দুটি এসকর্ট যান ভারতীয় টিম বাসের সামনে ও পিছনে থাকবে। মাল্টি লেয়ার সিকিউরিটি ব্যবস্থা হয়েছে পাকিস্তান সফররত ভারতীয় ডেভিস কাপ দলের

জন্য। যাকে বলা হচ্ছে 'হেড অফ স্টেট সিকিউরিটি'। রাষ্ট্র প্রধানদের জন্য এমন সর্বোচ্চ মনের নিরাপত্তা ব্যাবস্থা থাকে।

৬০ বছরে এই প্রথমবার ভারতীয় টেনিস দল পাকিস্তানে এসেছে। রবিবার সন্ধ্যায় ভারতীয় খেলোয়াড়রা ইসলামাবাদ পৌঁছন। এমনিতে ভারতীয় দল হোটেল ও ইসলামাবাদ স্পোর্টস কমপ্লেক্স ছাড়া আর কোথাও যাবেন না, তবু নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয়েছে। পাকিস্তান টেনিস ফেডাবেশনের সচিব কর্নেল গুল বহুমান

বলেছেন, ষাট বছর পর ভারতীয় টেনিস দল পাকিস্তানে এসেছে। আমরা তাই বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা রেখেছি। চার থেকে পাঁচ স্তরীয় ইভেন্ট নিরাপত্তা থাকছে। আমি নিজে সিকিউরিটি ম্যানেজার হিসাবে ভারতীয় দলের সঙ্গে থাকব।

পাঁচজন খেলোয়াড়, দু'জন ফিজিও ও দু'জন

টেনিস কর্তা এই সফরে রয়েছেন। ভারতীয় দলের সঙ্গে সর্বক্ষণ এসকর্ট ভ্যান

থাকছে। হোটেলে প্লেয়াররা ঢুকছেন ভিভিআইপি এন্ট্রি দিয়ে। পাকিস্তান টেনিস সচিব ভারতীয় দলকে ইসলামাবাদের রেস্তোরাঁ ঘুরে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য হল, ইসলামাবাদ খুব নিরাপদ শহর। ভারতীয় খেলোয়াড়রা সেটা বুঝতে পারবেন। তবে মাত্র ৫০০ দর্শককে খেলা দেখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তান এই ম্যাচের জন্য ঘাসের কোর্ট বেছে নিয়েছে।

## এগোল লিভারপুল



লভন, ২৯ জানুয়ারি : মরশুম শেষেই দায়িত্ব ছাড়ছেন। জুরগেন ক্লপের এই ঘোষণার পর, রবিবার রাতে প্রথমবার মাঠে নেমেছিল লিভারপুল। বিদায়ী কোচের মুখে হাসি চওড়া করে এফএ কাপের চতুর্থ রাউন্ডের ম্যাচে প্রতিপক্ষ নরউইচ সিটিকে ৫-২ গোলে হারিয়েছে লিভারপুল।

মিনিটেই

30

জোন্সের গিয়েছিল লিভারপুল। তবে ২২ মিনিটেই বেল গিবসনের গোলে ১-১ করে দেয় নরউইচ। ছ'মিনিট পরেই ডারউইন লোপেজের গোলে ফের এগিয়ে যায় লিভারপুল। বিরতির পর মাত্র ১০ মিনিটের ব্যবধানে গোল করে দলকে ৪-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন দিয়েগো জোতা ও ভার্জিল ভ্যান ডাইক। ৬৯ মিনিটে নরউইচের বোরহা সাইঞ্জের ব্যবধান কমালেও, ইঞ্জরি টাইমে লিভারপুলের পাঁচ নম্বর গোলটি করেন রায়ান গ্রাভেনবার্চ। এদিকে, টুর্নামেন্টের অন্য একটি ম্যাচে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ৪-২ গোলে হারিয়েছে নিউপোর্ট কাউন্টিকে।

#### ১৯ বিশ্বকাপে আজ

#### ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড

ব্লুমফন্টেইন, ২৯ জানুয়ারি : মঙ্গলবার অনুধর্ব-১৯ বিশ্বকাপের সূপার সিক্স পর্বের প্রথম ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে মাঠে নামছে ভারত। আগের ম্যাচে আমেরিকাকে হারিয়ে সূপার সিক্সে পৌঁছেছেন তাঁরা। যে ম্যাচে আমেরিকাকে ২০১ রানে গুটিয়ে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল ভারত। ব্যাট হাতে দাপুটে সেঞ্চুরি করেছিলেন আর্শিন কুলকার্নি। রান পেয়েছিলেন সরফরাজ খানের ভাই মুশীর খানও। প্রতিটা ম্যাচে রান করে নিজের ছাপ রেখে যাচ্ছেন মুশির। আর অধিনায়ক সাহারান তো আছেনই ভারতের ব্যাটিং লাইন আপের নেতৃত্বেও। বোলিংয়ে নমন তিওয়ারি, সৌমী পান্ডেরা ফর্মে আছেন। তাই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধেও ছোটরা জয়ের ধারা বজায় রাখতে চান।

# বিশাখাপত্তনমেও স্পিনের উইকেট

বিশাখাপত্তনম, ২৯ জানুয়ারি ভারতের স্পিন সহায়ক উইকেটে বাজবল আদৌ কার্যকর হবে? টেস্ট সিরিজ শুরু হওয়ার আগে এই প্রসঙ্গ নিয়ে কম চর্চা হয়নি। বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশই ভারতীয় পিচে বাজবলের সাফল্য নিয়ে সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু হায়দরাবাদ টেস্ট জিতে যাবতীয় দিয়েছেন উপেক্ষার উত্তর স্টোকসরা।

শুক্রবার থেকে বিশাখাপত্তনমে শুরু সিরিজের দ্বিতীয টেস্ট। ভাইজাগেও সম্ভবত ঘূর্ণি পিচ অপেক্ষা



বিশাখাপত্তনমে অলি পোপ

করছে স্টোকসদের জন্য। যদিও এই নিয়ে কোনও চাপ অনুভব করছে না ইংল্যান্ড শিবির। জোরে ওবালার মার্ক উড তো বলেই দিচ্ছেন, ''যে কোনও ধরণের পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য আমরা তৈরি। ঘূর্ণি পিচে যে আমাদের স্পিনারাও ম্যাজিক দেখাতে পারে, সেটা তো হায়দরাবাদেই প্রমাণ হয়ে গিয়েছে।'' এখানেই না থেমে উড আরও যোগ করেছে, ''সবাই ভেবেছিল, ভারত আমাদের উড়িয়ে দেবে। কিন্তু প্রথম টেস্টে হারের পর ভারতীয় দলকে নিজেদের পরিকল্পনায় বদল আনতে হবে। ঘূর্ণি পিচ হলেই যে ওরা সহজে ম্যাচ জিতবে, এই ধারণা কিন্তু একবার ভূল প্রমাণিত হয়েছে।"

তবে উড কিন্তু আত্মতৃষ্টিতে ভুগছেন না। তিনি বলছেন, "সবে আমরা একটা ম্যাচ জিতেছি। সিরিজে এখনও চার-চারটে টেস্ট রয়েছে। ভারত দারুণ শক্তিশালী দল। আমি নিশ্চিত, ওরা প্রত্যাঘাত করার জন্য ছটফট করছে। ভাইজাগের পিচের চরিত্র কেমন হবে. সেটা এখনই বলা সম্ভব নয়। তবে যে কোনও ধরণের উইকেটে বিপক্ষকে হারানোর ক্ষমতা ভারতের রয়েছে।' উডের সংযোজন, ''আমরাও তৈরি আছি। এই পরিবেশ আমাদের কাছে নতুন কিছু নয়। আমাদের হারাতে গেলে ভারতীয়দের সেরা ক্রিকেট খেলতে হবে।'

# মারের মধ্যে মাশালের ছায়া

গাব্বায় সিরিজের চুড়ান্ত টেস্টে ফেভারিট অস্ট্রেলিয়াকে দুরমুশ বিধ্বংসী করেছে বোলিং। ৬৮ রানে সাত উইকেট নিয়ে ২৭ বছর পর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে টেস্ট স্থাদ দিয়েছেন তিনি। সেই ২৪ বছর বয়সি

## দেখছেন অ্যামরোজ



শামার জোসেফকে কিংবদন্তি ফাস্ট বোলার ম্যালকম মার্শালের সঙ্গে তুলনা করলেন আরেক কিংবদন্তি কার্টলে অ্যামব্রোজ। তিনি বললেন, জোসেফ পুরো মার্শালের ধাঁচে গড়া।

অ্যামব্রোজের বক্তব্য, "জোসেফের উচ্চতা ছ'ফুট নয়। তবুও ও একটানা ১৪০ কিমি গতিতে বল করে যেতে পারে। ম্যালকম মার্শালের মতো দ্রুত গতির ছায়া দেখছি ওর মধ্যে।" জোসেফকে আরও বেশি টেস্ট খেলার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। অ্যামব্রোজ বলেছেন, "আমি চাইব জোসেফ বেশি করে লাল বলের ক্রিকেট খেলুক। ও সবেমাত্র কেরিয়ার শুরু করেছে, এখনও অনেক কিছু শেখা বাকি। সংক্ষিপ্ত ওভারের ক্রিকেটে সুযোগ সবসময় আসবে। কিন্তু প্রথমে শিল্পটা জানা জরুরি, যা বিশ্বসেরা পেস বোলার হয়ে উঠতে ওকে সাহায্য করবে।"

এদিকে, তরুণ ক্যারিবিয়ান পেসারের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন স্টিভ ও। প্রাক্তন অস্ট্রেলীয় অধিনায়ক বলেছেন, "টেস্ট ক্রিকেটের বিকল্প কিছু নেই। জোসেফ হয়তো এই ফরম্যাটের ত্রাতা হতে চলেছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের জন্য স্মরণীয় একটা মুহূর্ত। আমার দেখা সেরা টেস্ট জয়।"





30 January, 2024 • Tuesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

মনে হয়েছিল এই দুনিয়ায় আমার থাকার সময় শেষ!



দুর্ঘটনা নিয়ে প্রথমবার মুখ খুললেন ঋষভ পন্থ

# চোটে ছিটকে গেলেন জাদেজা ও রাহুল

## এলেন সরফরাজ, ওয়াশিংটন, সৌরভ

হায়দরাবাদ, ২৯ জানুয়ারি : হায়দরাবাদে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট হেরে সিরিজে পিছিয়ে পড়েছে দল। এবার আরও বড় ধাক্কা খেল ভারতীয় শিবির। চোটের জন্য দ্বিতীয় টেস্ট থেকে ছিটকে গেলেন রবীন্দ্র জাদেজা ও কে এল রাহুল! শুক্রবার, ২ ফেব্রুয়ারি বিশাখাপত্তনমে শুরু হচ্ছে দ্বিতীয় টেস্ট। সেই টেস্টে দলের দুই নিয়মিত সদস্যের অনুপস্থিতিতে সিরিজে সমতা ফেরানোর লড়াইয়ে জোর ধাকা খেল ভারত। প্রথম টেস্টে ৫ উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি দ্বিতীয় ইনিংসে ৮৭ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন জাড্ছ। অন্যদিকে, প্রথম ইনিংসে রাহুলের ব্যাট থেকে এসেছিল ৮৬ রান।

রবিবার হায়দরাবাদ টেস্টের চতুর্থ দিন যখন জাদেজাকে সরাসরি থ্রোয়ে রান আউট করেছিলেন বেন স্টোকস, সেই সময় তাঁকে হ্যামস্ট্রিং ধরে থাকতে দেখা যায়। তখনই জাদেজার খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল। ম্যাচ শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে এসে ভারতীয় দলের কোচ রাহুল দ্রাবিড় বলেছিলেন, "এখনও আমি ফিজিওর সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। কথা বলে বুঝতে পারব জাদেজার চোটের পরিস্থিতি।'' যদিও সোমবার বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানিয়ে দেওয়া হয়, জাদেজার পক্ষে বিশাখাপত্তনমে খেলা সম্ভব

DREAMI

নয়। একই কথা প্রযোজ্য রাহুলের ক্ষেত্রেও। বোর্ড জানিয়েছে, জাদেজার হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট বেশ গুরুতর। অন্যদিকে, রাহুলের ডান পায়ের থাইয়ের পেশিতে যন্ত্রণা হচ্ছে। বিসিসিআইয়ের মেডিক্যাল টিমের সদস্যরা দই ক্রিকেটারের দিকে নজর রাখছেন। তেমনটা বুঝলে দু'জনকেই বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে পাঠানো হবে। ব্যক্তিগত কারণে সিরিজের প্রথম দুই টেস্ট থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন বিরাট কোহলি। তার উপর এই জোড়া চোটে রীতিমতো চাপে ভারতীয় টিয় মানেজমেন্ট।

এদিকে. জাদেজা ও রাহুলের পরিবর্ত হিসাবে দ্বিতীয় টেস্টের দলে ডাকা হয়েছে মুম্বইয়ের মিডল অর্ডার ব্যাটার সরফরাজ খান, তামিলনাড়র অফস্পিনার ওয়াশিংটন সুন্দর এবং উত্তরপ্রদেশের বাঁ হাতি স্পিনার সৌরভ কুমারকে। এঁদের মধ্যে একমাত্র ওয়াশিংটন গোটা চারেক টেস্ট খেলেছেন। বাকি দু'জন এখনও অভিষেকের অপেক্ষায়। যা পরিস্থিতি, বিশাখাপত্তনমে জাদেজার জায়গায় খেলতে পারেন কুলদীপ যাদব। অন্যদিকে, সরফরাজ ঘরোয়া ক্রিকেট এবং ভারত এ দলের হয়ে নিয়মিত রান করলেও, রাহুলের বিকল্প হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রজত পাতিদার।



বিশাখাপত্তনমে জাদেজা ও রাহুলকে একসঙ্গে দেখা যাবে না।

## বিরাটকে দেখে শেখো : রোহিত

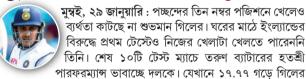
# ফিটনেস-বার্তা অধিনায়কের

বাকিদের শেখা উচিত।

হায়দরাবাদ টেস্ট চলাকালীন প্রাক্তন সতীর্থ দীনেশ কার্তিককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রোহিত বলেন, '' বিরাট এতগুলো বছর ধরে খেলে দিন চলেছে। ওকে কোনও জাতীয় **ক্রিকেট** বেঙ্গালরুর আকাডেমিতে যেতে হয়নি। বাকিদের উচিত ওকে দেখে শেখা। দীর্ঘদিন ধরে খেলেও কীভাবে নিজেকে ফিট রাখতে হয়। চোট বাঁচিয়ে খেলতে হয়, তার সবথেকে বড় উদাহরণ তো আমাদের হাতের কাছেই রয়েছে। সেটা হল বিরাট।"

কিং কোহলির ওয়ার্ক এথিক্সের করার পাশাপাশি প্রশংসা এই নেমে বিরাটের একশো শতাংশ উজাড করে দেওয়ার ব্যাপারে প্রশংসা করেছেন রোহিত। তিনি বলেন, "আমি বিরাটকে বহুদিন ধরে দেখছি। ও আজ যে জায়গায় পৌঁছেছে, তাতে খুব সহজেই একটা-দুটো সিরিজ হাক্ষাভাবে খেলতে পারে। টিম ম্যানেজমেন্টকে বলতেই পারে, আমাকে নিজের মতো করে খেলতে দিন। কিন্তু ও সেটা করে না। বরং প্র্যাকটিসে বাকিদের মতোই কঠোর পরিশ্রম করে। সব সময় দলের পাশে থাকে। বাকিদের পরামর্শ দেয়। মজা করে। এতবড় মাপের ক্রিকেটার হয়েও সব সময় মাটিতে পা রেখে চলে।'' রোহিতের সংযোজন, ''বিরাটের প্রতিভা সবার হয় না। কিন্তু ওর সাফল্যের প্রতি খিদে. নিজেকে ফিট রাখার জন্য পরিশ্রম এবং নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা থেকে বাকিরা শিখতেই পারে।"

## শুভমনের মতো সুযোগ পুজারা পায়নি : কুম্বলে



সংগ্রহ মাত্র ১৬০ রান। আসেনি একটাও হাফ সেঞ্চুরি। এই ব্যর্থতা কাটাতে গিলকে এবার দাওয়াই দিলেন অনিল কুম্বলে। তিনি বললেন, তিন নম্বরে সফল হতে গেলে ভারতীয় পিচে গিলকে খেলতে হবে হালকা হাতে।

কুম্বলের বক্তব্য, "গিল খুব শক্ত হাতে খেলে। ভারতীয় পিচে বলের বাউন্স কী হবে বা বল কতটা ঘুরবে সেটা আগে থেকে বলা কঠিন। তাই গিলের উচিত হালকা হাতে খেলা। ওকে রান করতে হবে। স্পিন মোকাবিলা করার জন্য পরিকল্পনা করতে হবে। যে উইকেটে বল পিচে পড়ে গতিতে ব্যাটে আসছে, সেখানে টাইমিং করে খেলা যায়। কিন্তু যখনই বল ঘুরবে, স্লো হবে তখন হাতের নিয়ন্ত্রণ জানতে হবে। শট বাছাই করতে হবে।"

এই প্রসঙ্গেই কম্বলে পাশে দাঁডিয়েছেন চেতেশ্বর পূজারার। প্রাক্তন ভারতীয় কোচ বলেছেন, "দেশের জার্সিতে ১০০ টি টেস্ট ম্যাচ খেলে ফেলা পুজারাও এত সুযোগ পায়নি। তাছাড়া গিল নিজে যখন তিনে ব্যাট করতে চেয়েছে তার মানে ওর সেই দক্ষতা আছে। যা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে জায়গা ধরে রাখতে গেলে ভুল শুধরে ওকে বিশাখাপত্তনমে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে রান করতেই হবে।"

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি : বাবার গুরুতর অসুস্থতার কারণে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে

খেলেননি ঘরের মাঠে আফগানিস্তান সিরিজও। বাবা সুস্থ হওয়ায় ফের ক্রিকেটে মনোনিবেশ করেছেন দীপক চাহার। আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপ খেলাব জন্য প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন ৩১ বছরের ডান হাতি পেসার। মহেন্দ্র সিং ধোনির কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষাই বড় প্রাপ্তি চাহারের। মনে করেন, আরও দু-তিন মরশুম অনায়াসে আইপিএল খেলতে পারেন তাঁর মাহি ভাই।

চেন্নাই সুপার কিংসে ধোনির নেতৃত্বে খেলেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকে চাহার বলেছেন, ''মাহি ভাই আমার বড় দাদার মতো। আমি নেটে তাকে ব্যাট করতে দেখেছি। মনে করি, আরও দুই-তিন মরশুম খেলতেই পারে মাহি ভাই। আমি মাঠের বাইরে অনেকটা সময় কাটিয়েছি মাহি ভাইয়ের সঙ্গে। যা কিছু শিখেছি তারজন্য নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি।''

#### গায়ে থুতু ছিটিয়েছিল

হায়দরাবাদ, ২৯ জানুয়ারি : গত দু'বছরে একের পর এক ভারতীয়

ক্রিকেটার চোট পেয়েছেন। এই

তালিকায় যেমন হার্দিক পাভিয়ার

জসপ্রীত বুমরা, কে এল রাহুল,

রবীন্দ্র জাদেজারা। আর এই প্রসঙ্গে

মুখ খুলেছেন রোহিত শর্মা। ভারত

অধিনায়কের সাফ জানিয়েছেন,

কীভাবে নিজেকে চোটমুক্ত রাখতে

হয়, সেটা বিরাট কোহলিকে দেখে

নাম রয়েছে, তেমনই

## বিরাটকে নিয়ে বিস্ফোরক এলগার

नग्नामिल्ला, २৯ जानुगाति : विताप कार्यानित বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন ডিন এলগার। সদ্য অবসর নেওয়া দক্ষিণ আফ্রিকার ওপেনারের দাবি, কয়েক বছর আগে ভারত সফরে এসে বিরাটের তোপের মুখে পড়েছিলেন তিনি। ব্যাট করার সময় মাঠেই তাঁর গায়ে থুতু ছিটিয়েছিলেন ভারতীয় তারকা। শুধু তাই নয়, কটুক্তিও করেছিলেন।

এক সাক্ষাৎকারে এলগার বলেছেন, ''আমি ব্যাট করার জন্য ক্রিজে গিয়েছিলাম। বোলার ছিল অশ্বিন আর জাদেজা। আমি যখন স্টান্স নিচ্ছি, তখনই বিরাট থুতু দেয়। প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিলাম। ওকে বলেছিলাম, আর একবার এই কাজ করলে ব্যাট দিয়ে পেটাবো। থুতু দেওয়ার পাশাপাশি বিরাট দক্ষিণ আফ্রিকার স্থানীয় ভাষায় গালাগালিও দিয়েছিল।'' প্রশ্ন হল বিরাট কি আদৌ

আফ্রিকার স্থানীয় গালাগালি জানেন? এলগারের বক্তব্য, জানে। এবি ডি'ভিলিয়ার্স আইপিএলে ওর সতীর্থ ছিল। ডি'ভিলিয়ার্সের কাছ থেকেই গালাগালি শিখেছে। আমি ওকে বলেছিলাম, তোমাকে মাঠ থেকে বের করে দেব। পাল্টা বিরাটও আমাকে কিছু কড়া কথা বলেছিল। ভারতের মাটিতে খেলছি, তাই সেদিন বেশি কথা



বাডাইনি।''

এলগার আরও বলেন, ''গোটা ঘটনাটা ডি'ভিলিয়ার্সের চোখে পড়েছিল। ও বিরাটকে গিয়ে বলেছিল, তুমি কেন আমার সতীর্থের গায়ে থুতু দিচ্ছ?" এই

ঘটনার দু'বছর পর দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে গিয়ে এলগারকে ফোন করে নিজের আচরণের জন্য ক্ষমা চেয়েছিলেন বিরাট। এলগার বলছেন, 'বিরাট ফোন করে আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছিল। জানতে চেয়েছিল, সিরিজ শেষ হওয়ার পর আমরা একসঙ্গে আড্ডা দিতে পারি কিনা। দু'জনে রাত তিনটে পর্যন্ত আড্ডা দিয়েছিলাম।"

# পোপকে ধাক্কা,

২৯ জানুয়ারি : জসপ্রীত বুমরাকে শাস্তি দিল আইসিসি। হায়দরাবাদ টেস্টে



একটি ডি-মেরিট পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে সতর্ক করাও হয়েছে। আগামী দু'বছরের মধ্যে বমরা যদি একই ধরনের কোনও অপরাধ করেন, তাহলে তাঁকে আরও কঠিন শাস্তির মুখে পড়তে হবে। যেহেতু বুমরা নিজের অপরাধ স্বীকার করেছেন, তাই তাঁকে শুনানিতে ডাকা হয়নি। ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের ৮১তম ওভারে এই অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল। রান নেওয়ার সময় পোপের সামনে চলে আসেন বুমরা। সামান্য ধাক্কাও দেন ইংরেজ ব্যাটারকে। বেন স্টোকসরা কোনও অভিযোগ না করলেও, দুই আম্পায়ার পল রাইফেল ও ক্রেস গ্যাফেনি নিজেদের রিপোর্টে বুমরা ইচ্ছাকৃতভাবে পোপকে ধাক্বা দেন বলে উল্লেখ করেন। এর পরেই

দেওয়ার জন্য ভারতীয় পেসারকে

#### চাহারের চোখ এখন বিশ্বকাপে

বুমরাকে শাস্তি পেতে হল।

